বৈশ্বিক ইতিহাস – ২

শাহরিয়ার নেওয়াজ

যা যা পড়ব আজ

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ/Great War
- বেলফোর ঘোষণা
- রুশ বিপ্লব
- ২য় ভার্সাই চুক্তি
- জাতিপুঞ্জ
- মনরো ডকট্রিন
- ২য় বিশ্বযুদ্ধ/গ্লোবাল ওয়ার
- স্নায়ু যুদ্ধ

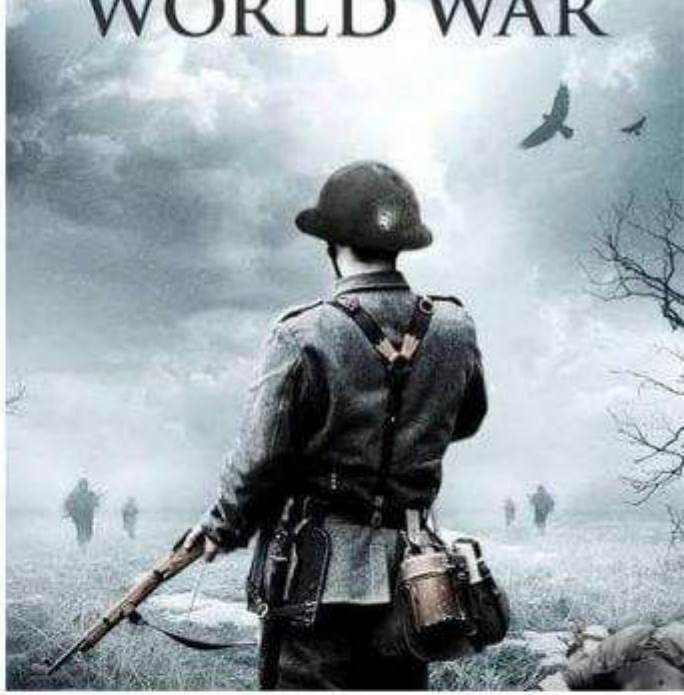

First World War

ত্রি-শক্তি মৈত্রী (জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইতালি)

ত্রি-শক্তি আঁতাত (ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যান্ড)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ/Great War

- অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফার্ডিন্যান্ড ও তার স্ত্রী সোফিকে সাথে বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভোতে ভ্রমণে গিয়ে ১৯১৪ সালের ২৮ জুন গুলিতে নিহত হন।
- গুলি করেছিলেন সার্বিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতা গাবরিলো প্রিনসিপ।

The Balkans at the Start of WWI 1914

Japan
0
100
200 km
UNITED KINGDOM
North Sea
Zuider Zee
Amsterdam
NETHERLANDS
The Hague
Utrecht
Münster
Eindhoven
Zeebrugge
Oostende
Bruges
Antwerp
Dover
Strait of Dover
Calais
Boulogne
Etaples
FLANDERS
Ghent
Ypres (Ieper)
Lille
KINGDOM OF BELGIUM
Brussels
Hasselt
Maastricht
Aachen
Dusseldorf
Liege
Namur
Charleroi
Mons
ARDENNES
GERMAN EMPIRE
EIFEL
Coblenz
HUNSRUCK
LUXEMBOURG
Luxembourg
Arlon
Amiens
St. Quentin
FRANCE
ARGONNE
Reims
Verdun
Metz
St. Johann
ALSACE
Paris
Bar-le-Duc
Nancy
Strasbourg

1914
GERMAN EMPIRE
FRANCE
SWITZERLAND
AUSTRO-HUNGARIAN EMPIRE
RUSSIAN EMPIRE
CROATIA
BOSNIA
HERZEGOVINA
Sarajevo
Belgrade
SERBIA
ROMANIA
BULGARIA
Black Sea
ITALY
Adriatic Sea
MONTENEGRO
ALBANIA
MACEDONIA
GREECE
Bosporus
Constantinople
Sea of Marmara
Dardanelles
OTTOMAN EMPIRE
Turkey
Aegean Sea
Mediterranean

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ/Great War

- যুবরাজ ফার্ডিনান্ড এর হত্যাকান্ডের পর সার্বিয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে কিন্তু অস্ট্রিয়া একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেয় প্রতিবেদন পেশ করার জন্য এবং বিচারের কিছু শর্ত বেঁধে দিয়ে তদন্ত কমিটিতে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি নিয়োগের দাবি জানায়। কিন্তু সার্বিয়া এসব শর্ত মানতে অস্বীকার করে। তখন জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলহেইম অস্ট্রিয়াকে সম্পূর্ণ সমর্থন দেবার ঘোষণা দেয় এবং অস্ট্রিয়ার দাবির সাথে সহমত পোষণ করে।
- জার্মানির ইন্ধনে অস্ট্রিয়া ২৮ জুলাই ১৯১৪ সার্বিয়াতে আক্রমণ চালায়। রাশিয়া ও ফ্রান্স তখন সার্বিয়ার পাশে দাঁড়ায়। এভাবেই শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।
- যুদ্ধে মিত্র শক্তির প্রধান ছিলেন জেনারেল ফচ।

- জার্মানি নিরপেক্ষ বেলজিয়াম আক্রমণ করলে তখন পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটেন জার্মানির বিপক্ষে যুদ্ধে ঘোষণা করে।
- জার্মান নৌ-বাহিনী (U Boats) তুর্কি জলসীমা ব্যবহার করে রুশ বন্দরে আক্রমণ করলে ১৯১৪ সালের ৩ নভেম্বর রাশিয়া তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
- ১৯০২ সালের জাপান – ব্রিটেন মৈত্রী চুক্তির কারণে জাপান ব্রিটেনের পক্ষ হয়ে যুদ্ধে অংশ নয়।
- ইতালি ত্রি-শক্তি মৈত্রীতে থাকলেও যুদ্ধে নিউট্রাল থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু পরে মিত্রশক্তিতে যোগ দেয়। ইতালি যে আশায় মিত্রশক্তিতে যোগ দিয়েছিল সে আশা পূরণ হয়নি। যা পরবর্তীতে ইতালিতে ফ্যাসিজমের বিকাশ ঘটানোর অনুগঠক হিসেবে কাজ করে।

- ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করে।
- জার্মানি ১৯১৫ সালের মে মাসে যুক্তরাষ্ট্রের লোকবাহী জাহাজ (নিউ ইয়র্ক থেকে লিভারপুর যাচ্ছিলো) লুসিতানিয়া ডুবিয়ে দেয়। এছাড়া আরো চারটি ব্যবসায়ী জাহাজ ডুবিয়ে জার্মানি যা আমেরিকাকে বাধ্য করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যুক্ত হতে।

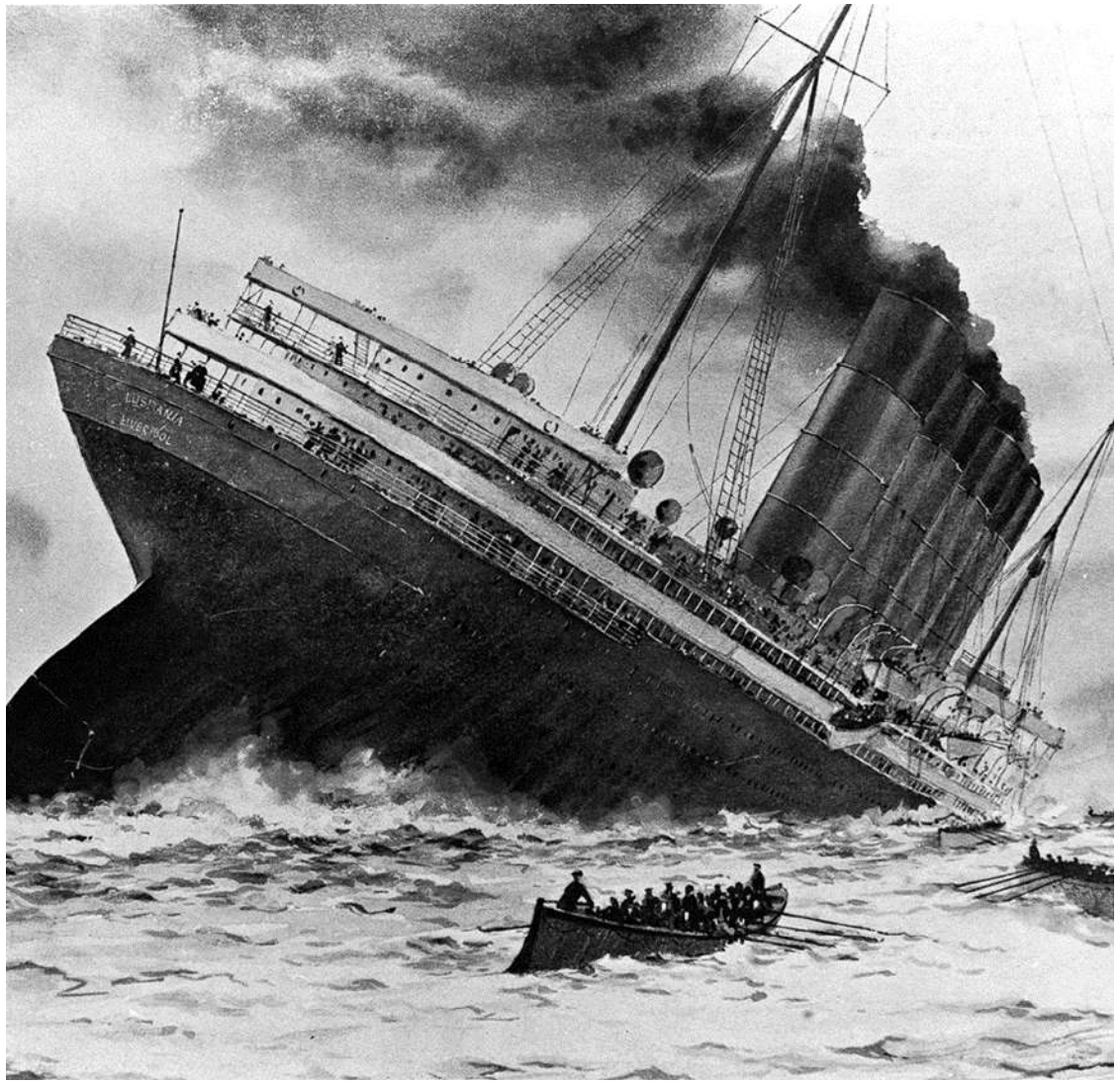

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ/Great War

- ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহ করতে কংগ্রেসে ২৫০ মিলিয়ন ডলার দেয়ার সিদ্ধান্ত পাশ হয়। ২ এপ্রিল উড্রো উইলসন কংগ্রেসে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য আহ্বান জানান।
- ৬ এপ্রিল আমেরিকা যুদ্ধে অংশ নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ/Great War

সময়কাল: ২৮ জুলাই, ১৯১৪ থেকে ১১ নভেম্বর, ১৯১৮

মিত্রশক্তি - ব্রিটেন + সার্বিয়া + ফ্রান্স + বেলজিয়াম + যুক্তরাষ্ট্র + রাশিয়া + জাপান + চীন

কেন্দ্রীয় শক্তি - জার্মানি + অস্ট্রিয়া + হাংগেরি + তুরস্ক + বুলগেরিয়া

Allied Powers
Central Powers
Neutral Nations
ATLANTIC OCEAN
NORWAY
SWEDEN
North Sea
Baltic Sea
DENMARK
GREAT BRITAIN
RUSSIA
NETHERLANDS
GERMANY
English Channel
BELGIUM
LUXEMBOURG
AUSTRIA-HUNGARY
SWITZERLAND
FRANCE
ROMANIA
Black Sea
Adriatic Sea
SERBIA
BULGARIA
ITALY
MONTENEGRO
PORTUGAL
SPAIN
ALBANIA
OTTOMAN EMPIRE
GREECE
Aegean Sea
SPANISH MOROCCO
MOROCCO
ALGERIA
TUNISIA
Mediterranean Sea
0 200 400 miles
0 200 400 kilometers
LIBYA
EGYPT

Allied

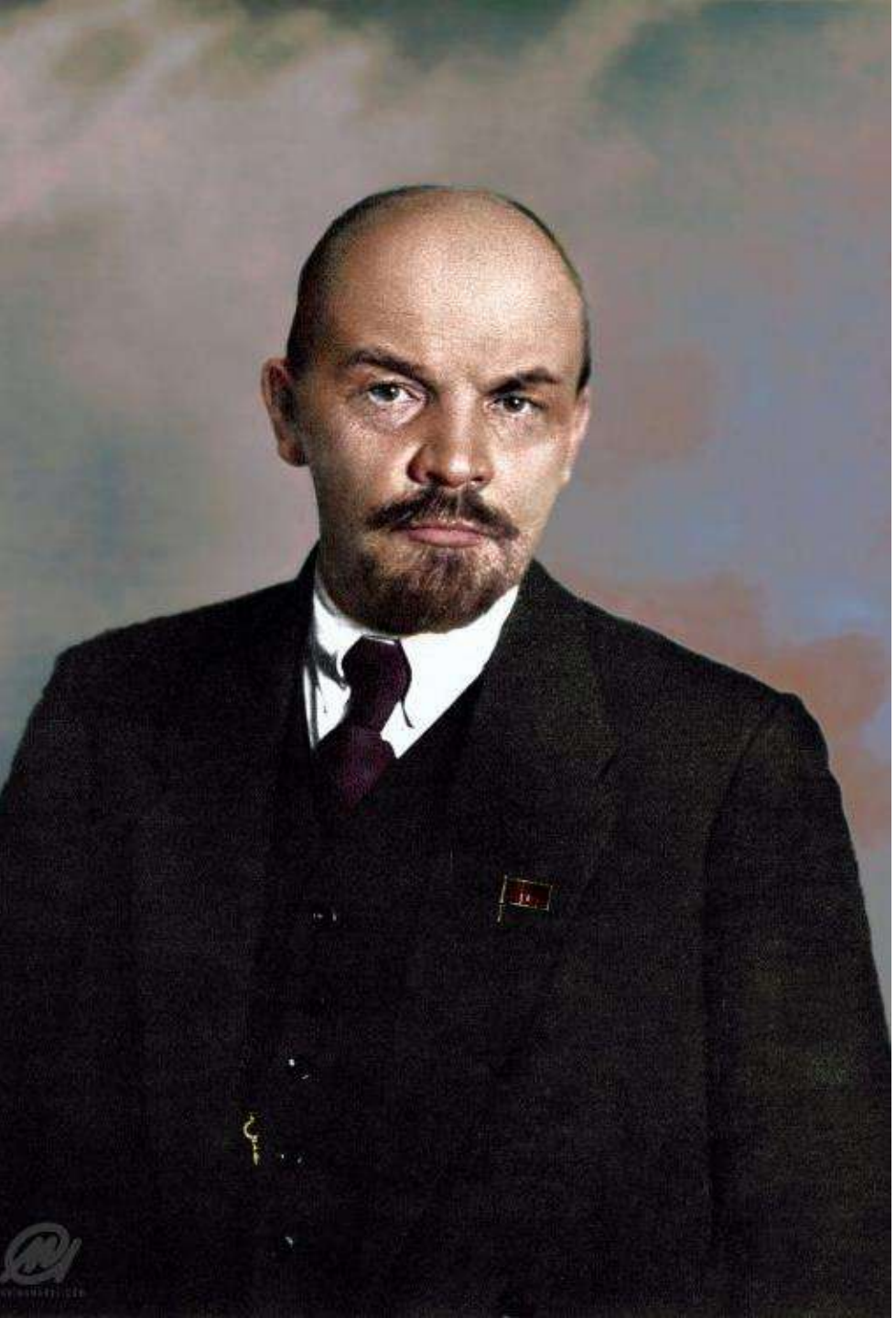

রাশিয়ায় Peace Decree জারি

উত্থাপন: লেনিন ,১৯১৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়ার নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বনেতারা হলেন-

- রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস।
- ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হার্বার্ট হেনরি আসকুইথ এবং ডেভিড লয়েড জর্জ।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।
- ইতালির প্রধানমন্ত্রী ভিট্টোরিও আর্লান্ডো।
- ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ছিলেন রেইমন্ড পয়েনকেয়ার।
- জার্মানের চ্যান্সেলর থিওডর ফ্রেডেরিক আলফ্রেড এবং সম্রাট ছিলেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম।

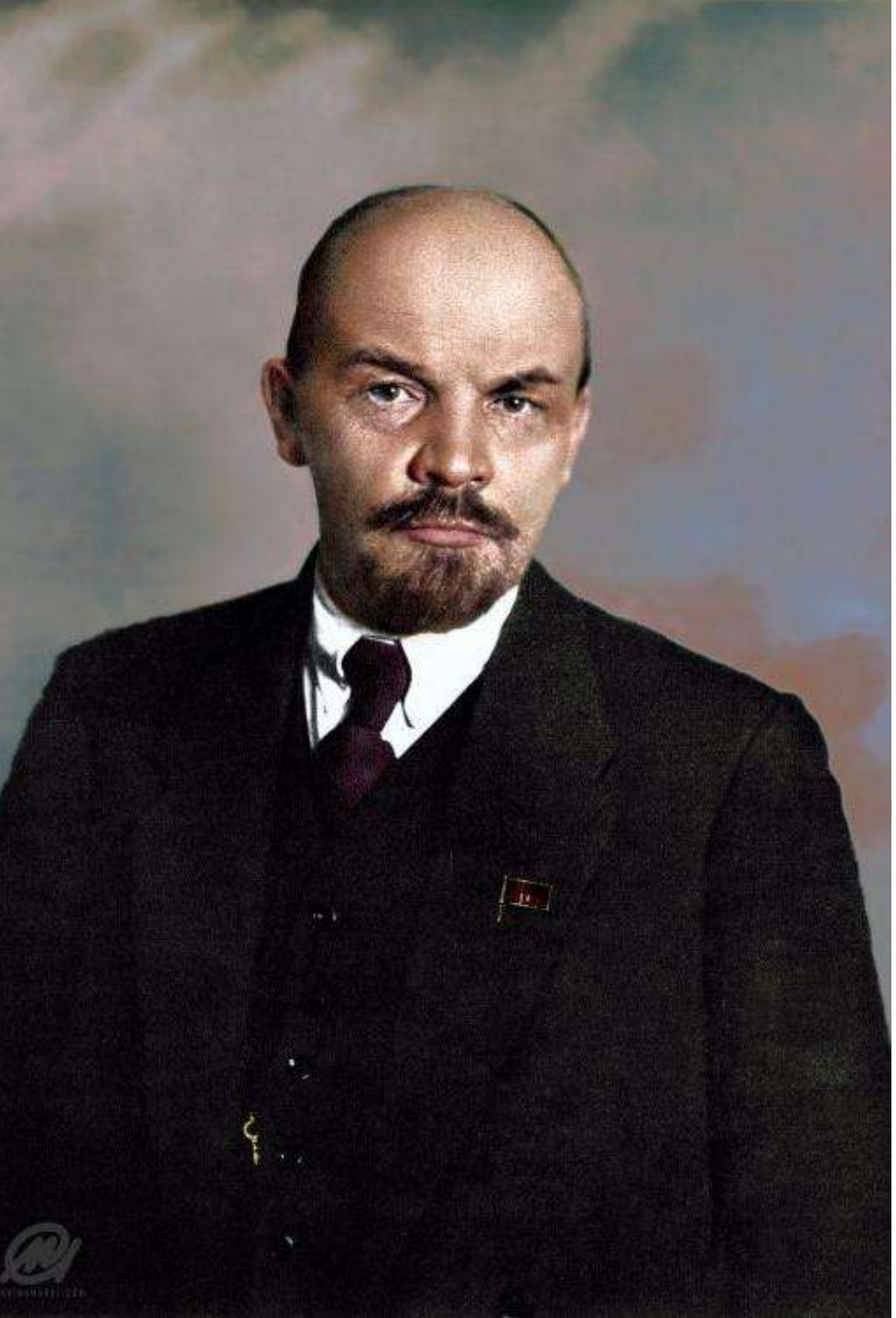

রাশিয়ায় Peace Decree জারি

উত্থাপন: লেনিন ,১৯১৭

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে রাশিয়ার নিজেদের প্রত্যাহার করে নেয়।

- জার্মান নৌ-বাহিনীর বিদ্রোহের মুখে ০৯ নভেম্বর কাইজার হল্যান্ড পালিয়ে গেলে জার্মানি সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়।
- **ফ্রেডেরিখ এবট নতুন চ্যান্সেলর হন।**

- জার্মানির চ্যান্সেলর ফ্রেডেরিখ এবট জেনারেল ফচের সাথে Armistice Treaty স্বাক্ষর – ১১ নভেম্বর, ১৯১৮
- অনানুষ্ঠানিক ভাবে যুদ্ধ শেষ হয়।

Chicago Daily Tribune

THE WORLD'S GREATEST NEWSPAPER

** FINAL

VOLUME CIV.—NO. 190 C WEDNESDAY, AUGUST 15, 1945—34 PAGES THREE CENTS—PAY NO MORE

GREAT WAR ENDS!

Japs Will Surrender to Gen. M'Arthur

U.S.S. INDIANAPOLIS SUNK; ALL ABOARD CASUALTIES

Lost in Action After Delivering Atom Bomb Parts

ARMY TO FREE MILLIONS; CUT DRAFT QUOTAS

Ships to Turn Back

Jury Asks Execution of Petain

Words That Ended War

HIROHITO ACCEPTS ROLE OF PUPPET; AGREES TO CARRY OUT ALLIED ORDERS

EMPEROR SAYS ATOM BOMB MADE NIPPON GIVE UP

Truman to Proclaim V-J Day After Emissaries Complete Signing of Formal Terms

High Commander

Gen. MacArthur

TRUMAN ORDERS JAPANESE TO CEASE FIRING

End Controls of Man Power; Halt Contracts

JOYOUS BEDLAM LOOSED IN CITY

বেলফোর ঘোষণা

- ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সাথে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম্পর্ক রয়েছে। এ বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটেনের সমরব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে গ্লিসারলের অভাবে।
- ব্রিটিশ সরকার তখন গ্লিসারলের বিকল্প আবিষ্কারের জন্য বিশ্বের বিজ্ঞানীদের কাছে আহবান জানায়। এই আহ্বানে সারা দিয়ে ইহুদি বায়োকেমিস্ট ড. চিম ওয়াইজম্যান অ্যাসিটোন আবিষ্কার করে ব্রিটেনের সমরব্যবস্থাকে রক্ষা করেন।

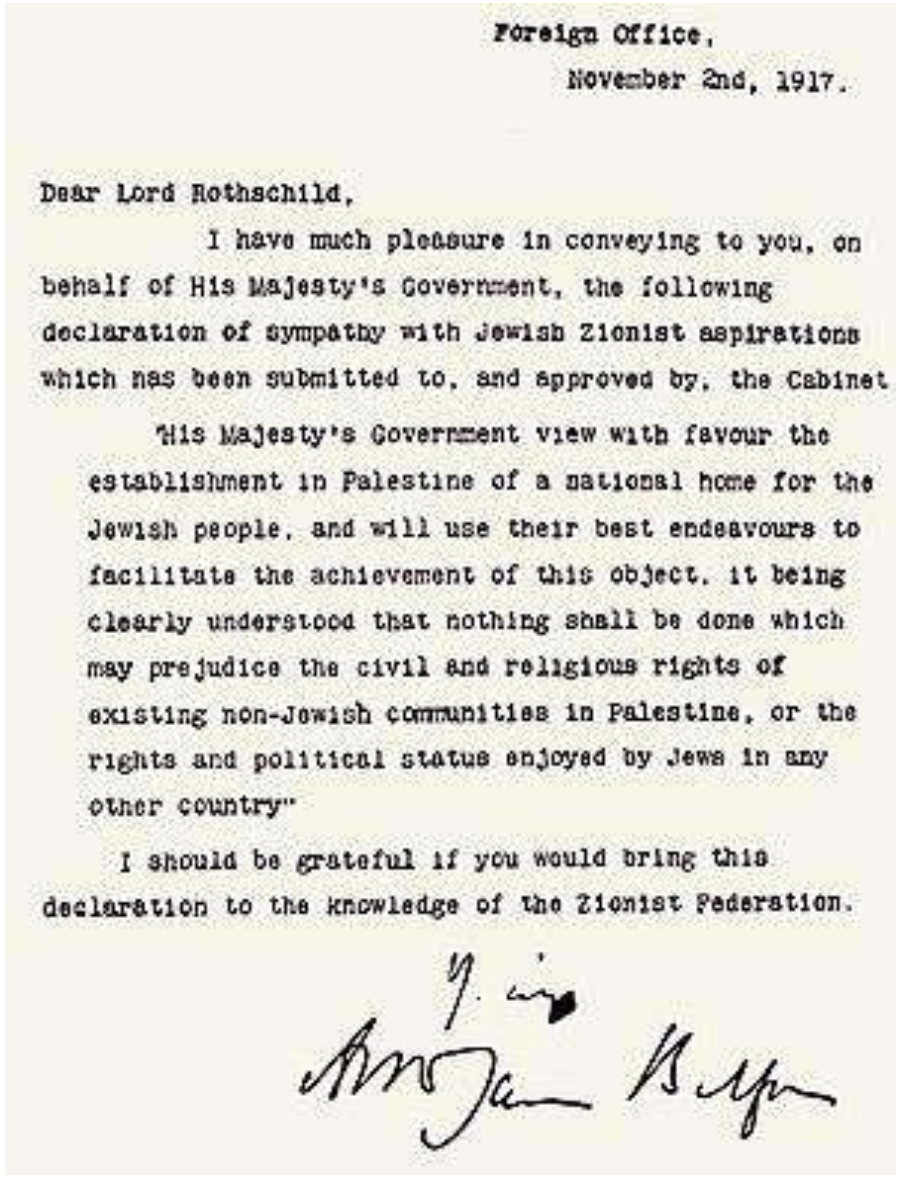

Foreign Office,
November 2nd, 1917.

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet.

"His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country"

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

বেলফোর ঘোষণা

- এর প্রতিদান স্বরূপ ইহুদি নেতা লর্ড রথচাইল্ডের কাছে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমস বেলফোর ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর একটি চিঠি দিয়ে জানায় যে, ইহুদিদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে বৃটেন। এই চিঠিকেই বলা হয়- বেলফোর ঘোষণা। যার লক্ষ্য ছিলো- ইহুদিদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র গড়ে তোলা ।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন

১ম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে উত্তরণ ও পরবর্তীতে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১ম বিশ্বযুদ্ধের মিত্র ও সহযোগী শক্তিবর্গ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এক শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে জার্মানির বিপক্ষে যেসকল দেশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং যুদ্ধ চলাকালীন জার্মানির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক চিহ্ন করে এমন ৩২ টি দেশ অংশগ্রহণ করে।

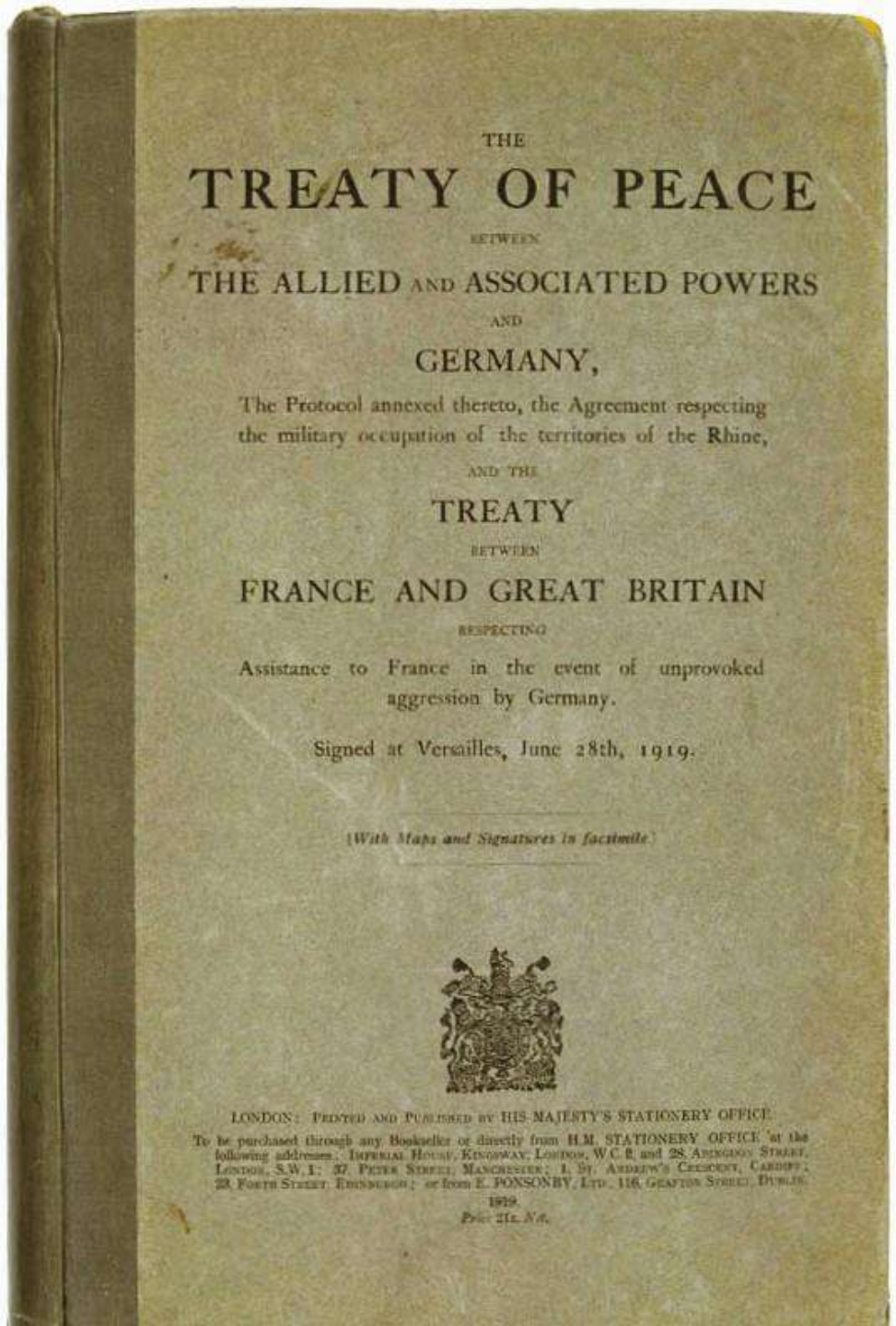
THE

TREATY OF PEACE

BETWEEN

THE ALLIED AND ASSOCIATED POWERS

AND

GERMANY,

The Protocol annexed thereto, the Agreement respecting the military occupation of the territories of the Rhine,

AND THE

TREATY

BETWEEN

FRANCE AND GREAT BRITAIN

RESPECTING

Assistance to France in the event of unprovoked aggression by Germany.

Signed at Versailles, June 28th, 1919.

(With Maps and Signatures in facsimile)

LONDON: PRINTED AND PUBLISHED BY HIS MAJESTY'S STATIONERY OFFICE.

To be purchased through any Bookseller or directly from H.M. STATIONERY OFFICE at the following addresses: IMPERIAL HOUSE, KINGSWAY, LONDON, W.C.2, and 28, ABINGDON STREET, LONDON, S.W.1; 37, PETER STREET, MANCHESTER; 1, ST. ANDREW'S CRESCENT, CARDIFF; 23, FORTH STREET, EDINBURGH; or from E. PONSONBY, LTD., 116, GRAFTON STREET, DUBLIN.

1919.

Price 2½d. Net.

২য় ভার্সাই চুক্তি

- প্যারিস শান্তি সম্মেলনের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে কোন পরাজিত দেশসমূহের প্রতিনিধিকে আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি।
- শান্তি সম্মেলনের পরবর্তী উদ্যোগ হিসেবে প্যারিসের ভার্সাই প্যালেসের হল অব মিররে ভার্সাই চুক্তি সাক্ষরিত হয়।

২য় ভার্সাই চুক্তি

Official Name: Treaty of Paris Between The Allied Forces and Associated Powers and Germany

স্বাক্ষর: ২৮ জুন ১৯১৯

TREATY SIGNED; WAR OVER

The Evening World. FINAL EDITION

PRICE TWO CENTS — NEW YORK, SATURDAY, JUNE 28, 1919 — 14 PAGES — PRICE TWO CENTS.

WILSON LEAVES PARIS; SAILS SUNDAY

GERMANS PLEDGED TO ACT IN GOOD FAITH

CITY'S BELLS RING TIDINGS AS PEACE TREATY IS SIGNED; FLEET JOINS IN CELEBRATION

BEST DAY IN HISTORY SINCE BETHLEHEM, SAYS SECRETARY OF THE NAVY

TREATY SEVERE ON GERMANY, SAYS WILSON, BUT IMPOSES NOTHING SHE CANNOT DO

President in an Address to the American Public Says It Furnishes a Charter for a New Order and Ends Rule of Selfish Groups

GUNS BOOM, PLANES FILL AIR; FRENCH CROWDS CHEER PEACE

GERMANS PLEDGED TO ENFORCE TREATY; NO RESERVATION

WILSON, STARTING FOR HOME, BIDS FRANCE GODSPEED

Mueller Signs for Germans at 3.12, Bell a Minute Later—Wilson's Name Comes Next, Followed by Lloyd George and Clemenceau.

Soldiers Break Ranks and Join in the Demonstrations of Joy—Chinese Refuse to Attend Ceremony and Gen. Smuts Signs Under Protest.

VERSAILLES, June 28 (Associated Press).—The World War was formally ended to-day by the signing of the Peace Treaty with Germany.

The special meeting in the Hall of Mirrors began at 3.10 o'clock. The treaty was signed by Dr. Hermann Mueller at 3.12 o'clock (9.12 New York time) and by Johannes Bell at 3.13 P. M. They were followed by the American delegates, headed by President Wilson, and then by the plenipotentiaries of Great Britain, France, Italy and Japan. The representatives of the minor powers, signed in alphabetical order.

স্বাক্ষর করে – ৩২ টি দেশ

কার্যকর হয় - ১০

জানুয়ারি ১৯২০

চুক্তির ধারা

- জার্মানির মোট ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয় দেড় হাজার থেকে দুই হাজার কোটি ডলার। জার্মানি ক্ষতিপূরণের অতি সামান্য অংশ দিতে গিয়েই দেউলিয়া হয়ে যায়।
- জার্মানির সৈন্য সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। সর্বোচ্চ এক লক্ষ সেনাবাহিনী থাকতে পারবে জার্মান সেনাবাহিনীতে।
- বিভিন্ন মহাদেশে জার্মানির কলোনিগুলো মিত্রপক্ষ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে।
- জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়।

সেভার্স সন্ধি

The Treaty of Paris Between The Allied Powers and The Ottoman Empire

স্বাক্ষর: ১০ আগস্ট ১৯২০

উদ্দেশ্য - তুরস্ককে শাস্তি প্রদান।

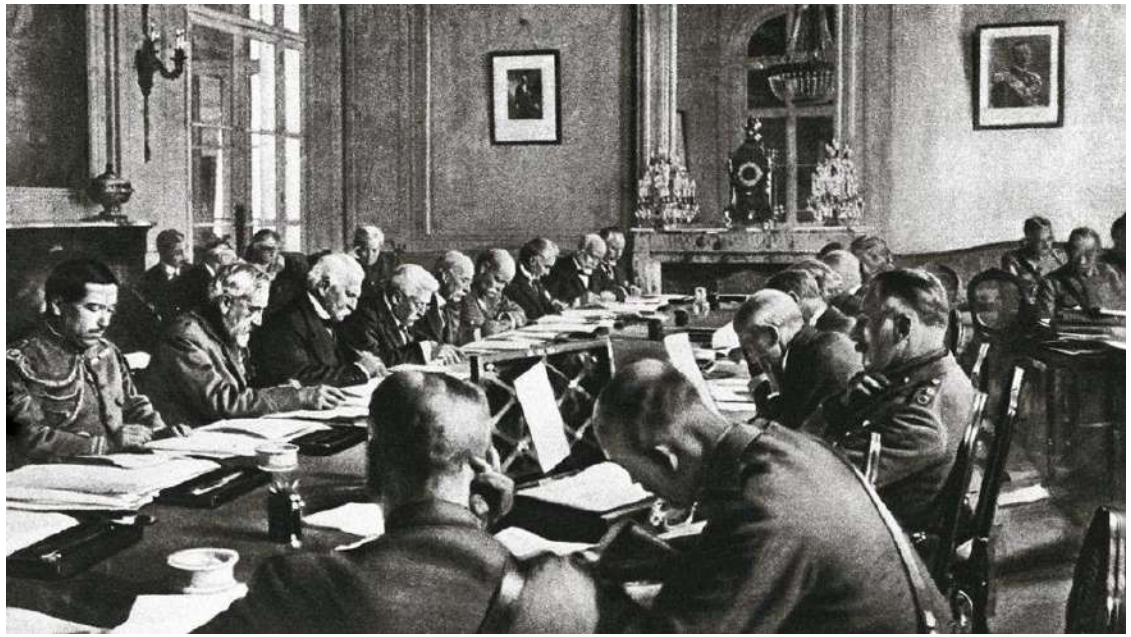

লোকার্ণ চুক্তি

স্বাক্ষর: ১৯২৫ , লন্ডন

উদ্দেশ্য-

- আঞ্চলিক নিরাপত্তা।
- জার্মানিকে জাতিপুঞ্জে আনা।

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- ১৮৪২ সালে নানকিং চুক্তির মাধ্যমে প্রথম আফিম যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে এবং হংকং ব্রিটেনের অধিকারে চলে যায়।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ/Great War - সময়কাল: ২৮ জুলাই, ১৯১৪ থেকে ১১ নভেম্বর, ১৯১৮
- মিত্রশক্তি - ব্রিটেন + সার্বিয়া + ফ্রান্স + বেলজিয়াম + যুক্তরাষ্ট্র + রাশিয়া
- কেন্দ্রীয় শক্তি - জার্মানি + অস্ট্রিয়া + হাংগেরি + তুরস্ক + বুলগেরিয়া
- যুক্তরাষ্ট্র ১ম বিশ্বযুদ্ধে জড়ায় - ৬ এপ্রিল, ১৯১৭
- ২য় ভার্সাই চুক্তি- স্বাক্ষরিত হয়: ২৮ জুন ১৯১৯, কার্যকর হয় - ১০ জানুয়ারি ১৯২০।
- বেলফোর ঘোষণা - ইহুদি নেতা লর্ড রথচাইল্ডের কাছে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব আর্থার জেমস বেলফোর ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর একটি চিঠি দিয়ে জানায় যে, ইহুদিদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে ব্রিটেন।

রুশ বিপ্লব-১৯১৭

Socialism

Communism

Marx

Socialism & Communism

- সমাজতন্ত্রের উদ্ভব মূলত শিল্প বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া হিসেবে। শিল্প বিপ্লবের ফলে অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থায় কিছু চরম পরিবর্তন এসেছিল, যার প্রাদুর্ভাবের শিকার হচ্ছিল শ্রমিক শ্রেণীরা। দেখা যাচ্ছিল, শিল্প ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতি বা পুঁজিপতিরাও বিপুল সম্পদের অধিকারী হচ্ছিল, তাদের কোষাগার ফুলেফেঁপে উঠছিল, কিন্তু সেই একই সমান্তরালে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছিল সাধারণ শ্রমিকরা। সহজ কথায় বলতে গেলে, শিল্পপতিরা যেন রক্ত চুষে খাচ্ছিল শ্রমিকদের।
- ঠিক এরকম অবস্থায়, উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভাব ঘটে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দার্শনিকের। তাদের মধ্যে অন্যতম প্রণিধানযোগ্য হলেন হেনরি ডি সেইন্ট সাইমন, রবার্ট ওয়েন এবং চার্লস ফুরিয়ার। তারা সমাজতন্ত্র প্রসঙ্গে তাদের নিজস্ব মডেল উপস্থাপন করলেন, যেখানে গুরুত্বারোপ করা হলো সমাজকে নতুন রূপে ঢেলে সাজানোর। এমন একটি সমাজের স্বপ্ন তারা দেখলেন, যেখানে পুঁজিবাদের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা প্রতিযোগিতা নয়, বরং প্রাধান্য পাবে সমাজের সকল মানুষের মধ্যকার সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধতা। সেই সমাজে মুক্ত বাজারই নিয়ন্ত্রণ করবে সকল পণ্যের চাহিদা ও যোগান।

Socialism & Communism

- এরপর এলেন কার্ল মার্ক্স। তিনি বিশ্বখ্যাত জার্মান রাজনৈতিক দার্শনিক ও অর্থনীতিবিদ, যাকে আর নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়া অপ্রয়োজনীয়। ফ্রেডরিক এঙ্গেলসকে সাথে নিয়ে ১৮৪৮ সালে, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে, প্রকাশ করলেন 'দ্য কম্যুনিস্ট ম্যানিফেস্টো' বইটি। এ বইয়ের একটি বিশেষ অধ্যায়ে তারা তুলোধুনো করলেন ইতিপূর্বের সকল সমাজতান্ত্রিক মডেলকে। তাদের মতে, ওসব মডেল ছিল পুরোপুরি অবাস্তবসম্মত, ইউটোপিয়ান।
- তিনি বললেন, শ্রমিক শ্রেণী প্রলেতারিয়েত, আর পুঁজিপতি শ্রেণী হলো বুর্জোয়া। তিনি ঘোষণা দিলেন, মানব সমাজের ইতিহাস মূলত শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস। মার্ক্সের মতে, শ্রেণী সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে, এবং পূর্বের সমাজব্যবস্থাগুলোর মতো পুঁজিবাদও তার অভ্যন্তরীণ বিভেদ ও শ্রেণী সংগ্রামের ফলস্বরূপ ভেঙে পড়বে। তখন জন্ম হবে সমাজতন্ত্রের।
- অস্থিতিশীল ও সংকটপ্রবণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে শ্রেণী সংগ্রাম ঘটবে, তা শোষিত ও উৎপীড়িত প্রলেতারিতদের মাঝে শ্রেণীচেতনার জন্ম দেবে। ফলে প্রলেতারিয়েতদের মাঝে অভূতপূর্ব ঐক্য গড়ে উঠবে। ঐক্যবদ্ধ প্রলেতারিয়েতরা তখন এক শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলবে।

Socialism & Communism

- সাম্যবাদে ব্যক্তি মালিকানা বলে কোনো ধারণার অস্তিত্ব নেই। সেখানে যাবতীয় সম্পদ সমাজ, সম্প্রদায় বা রাষ্ট্রের মালিকানাধীন। একজন মানুষ সেখান থেকে একটি অংশ পাবে, যেটুকু তার প্রয়োজন হবে। এ দর্শন অনুযায়ী একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার, যেটি হতে পারে রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক উৎপাদনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবে। রাষ্ট্রই তার নাগরিকদেরকে তাদের সকল প্রয়োজন, যেমন খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সরবরাহ করবে।
- কিন্তু সমাজতন্ত্রের পার্থক্য হলো, এটিও গণ মালিকানার কথা বলে বটে, তারপরও এখানে একজন ব্যক্তিবিশেষ ব্যক্তিগত সম্পদেরও মালিক হতে পারবে। অবশ্য শিল্প উৎপাদন, কিংবা সম্পদ সৃষ্টির প্রধান যে উপাদান, সেগুলো সাম্প্রদায়িক মালিকানার অধীনেই থাকবে, এবং গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকার সেগুলোর দেখভাল ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে।

রুশ বিপ্লব-১৯১৭

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, অক্টোবর বিপ্লব, মার্কসবাদী বিপ্লব, কমিউনিস্ট বিপ্লব, বলশেভিক বিপ্লব, সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে বিপ্লব নামেও ডাকা হয়।

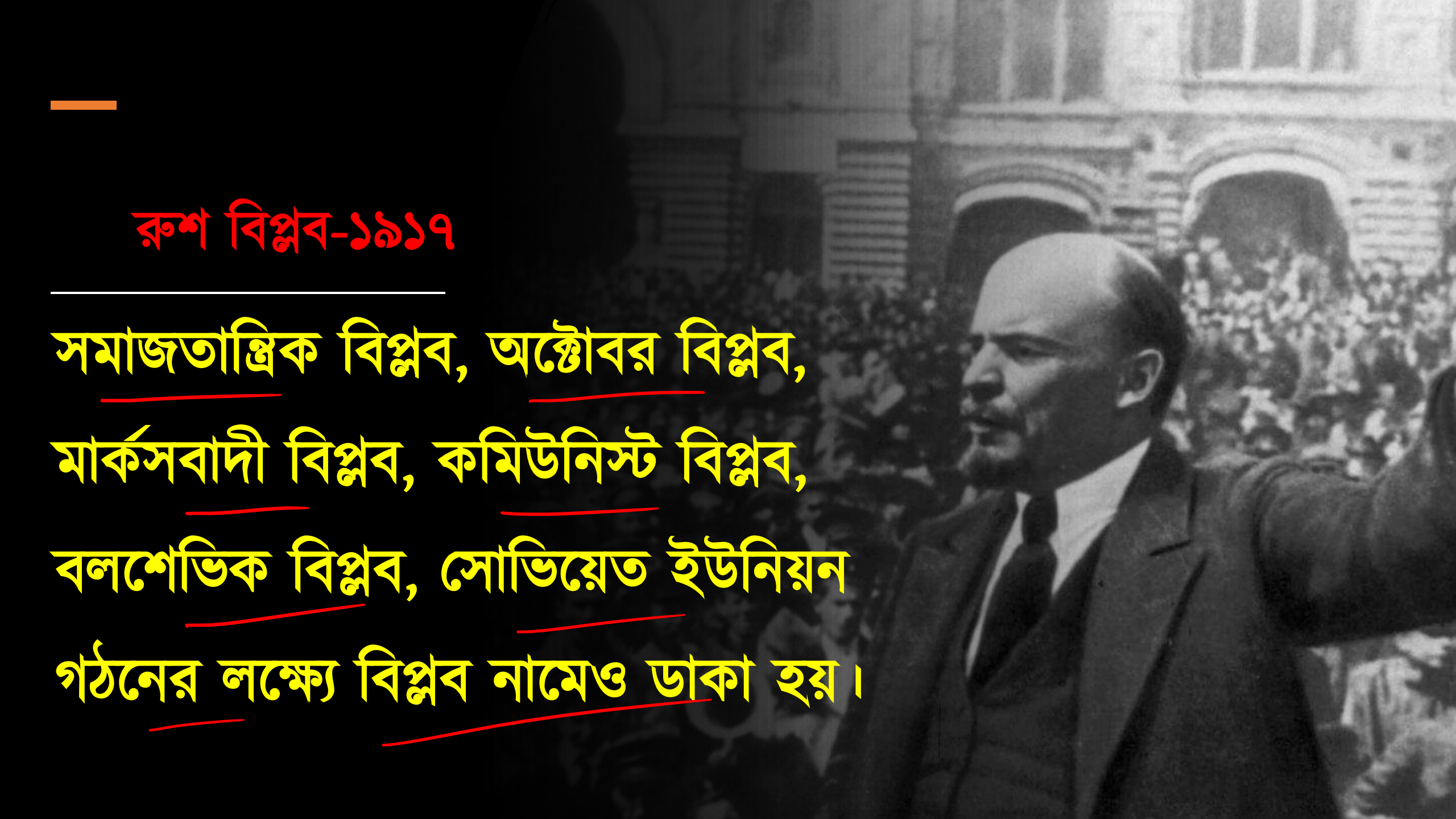

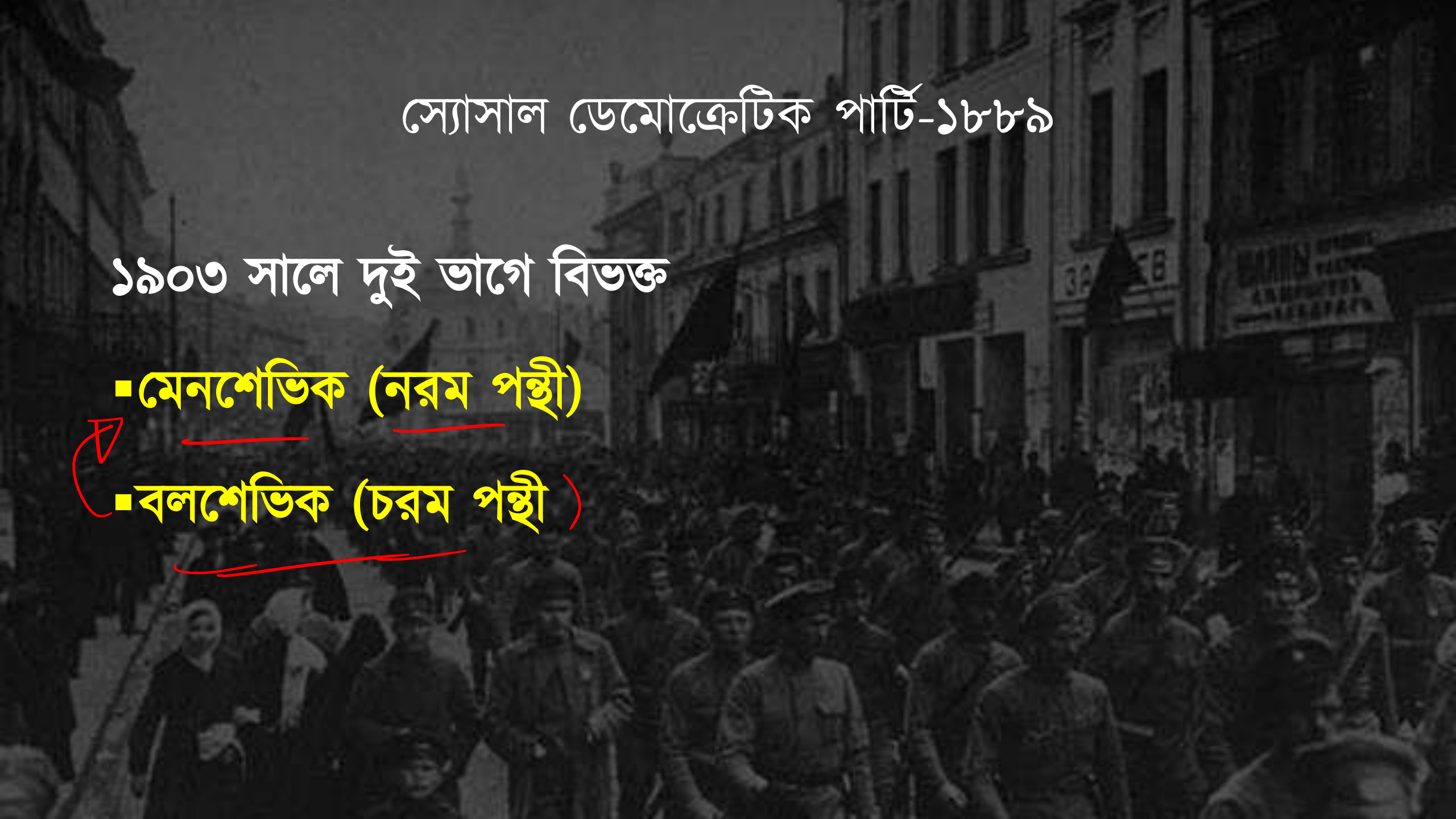

স্যোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টি-১৮৮৯

১৯০৩ সালে দুই ভাগে বিভক্ত

- মেনশেভিক (নরম পন্থী)
- বলশেভিক (চরম পন্থী)

ব্লাডি সানডে ১৯০৫

- ১৯০৫ সালে জানুয়ারিতে জারের বাসস্থান শীত প্রাসাদের সামনে শ্রমিকদের অবস্থান।
- জার নিকোলাসের নির্দেশে রাষ্ট্রীয় বাহিনী গুলি চালিয়ে শতাধিক শ্রমিককে হত্যা করে। এ ঘটনাকে বলা হয় ব্লাডি সানডে (রক্তাক্ত রবিবার)।

বিপ্লবের প্রথম পর্যায়

- ১৯১৭ সালের ৮ মার্চ পেট্রোগ্রাডে (রাশিয়ার তৎকালীন রাজধানী) সুতার-কলে খাবার রুটির দাবিতে নারীরা আন্দোলন শুরু করে।
- সর্বশেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করেন।
- প্রথম পর্যায়ের বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ডুমা (জাতীয় পরিষদ) গঠন করে মেনশেভিকরা।

বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়

- ভ্লাদিমির উলিয়ানভ ইলিচ ওরফে লেলিন ১৯১৭ সালের এপ্রিলে সুইজারল্যান্ড থেকে ফিরে তার বিখ্যাত এপ্রিল থিসিসের মাধ্যমে জনগণকে বুঝাতে সক্ষম হন যে মেনশেভিক সরকার সাধারণ জনগণের স্বপ্ন পূরণে ব্যর্থ।
- ২৫ অক্টোবর (বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৭ নভেম্বর) লেলিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা জনগণকে সাথে নিয়ে সরকারের পতন ঘটায়।

- ১৯১৯ সালের ২ মার্চ লেনিন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশন্যাল (কমিনটার্ন) নামে একটি সামরিক জোট গঠন করেন।
- কমিনটার্নকে থার্ড ইন্টারন্যাশন্যালও বলা হয়।

ফলাফল

- জার সাম্রাজ্যের পতন।
- সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠন।

- ১৯২২ সালের ১২ ডিসেম্বর রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন। যার নাম ছিলো- Union of Soviet Socialist Republics (USSR). ইউনিয়নের মোট সদস্য ছিলো ১৫টি রিপাবলিক তথা দেশ।

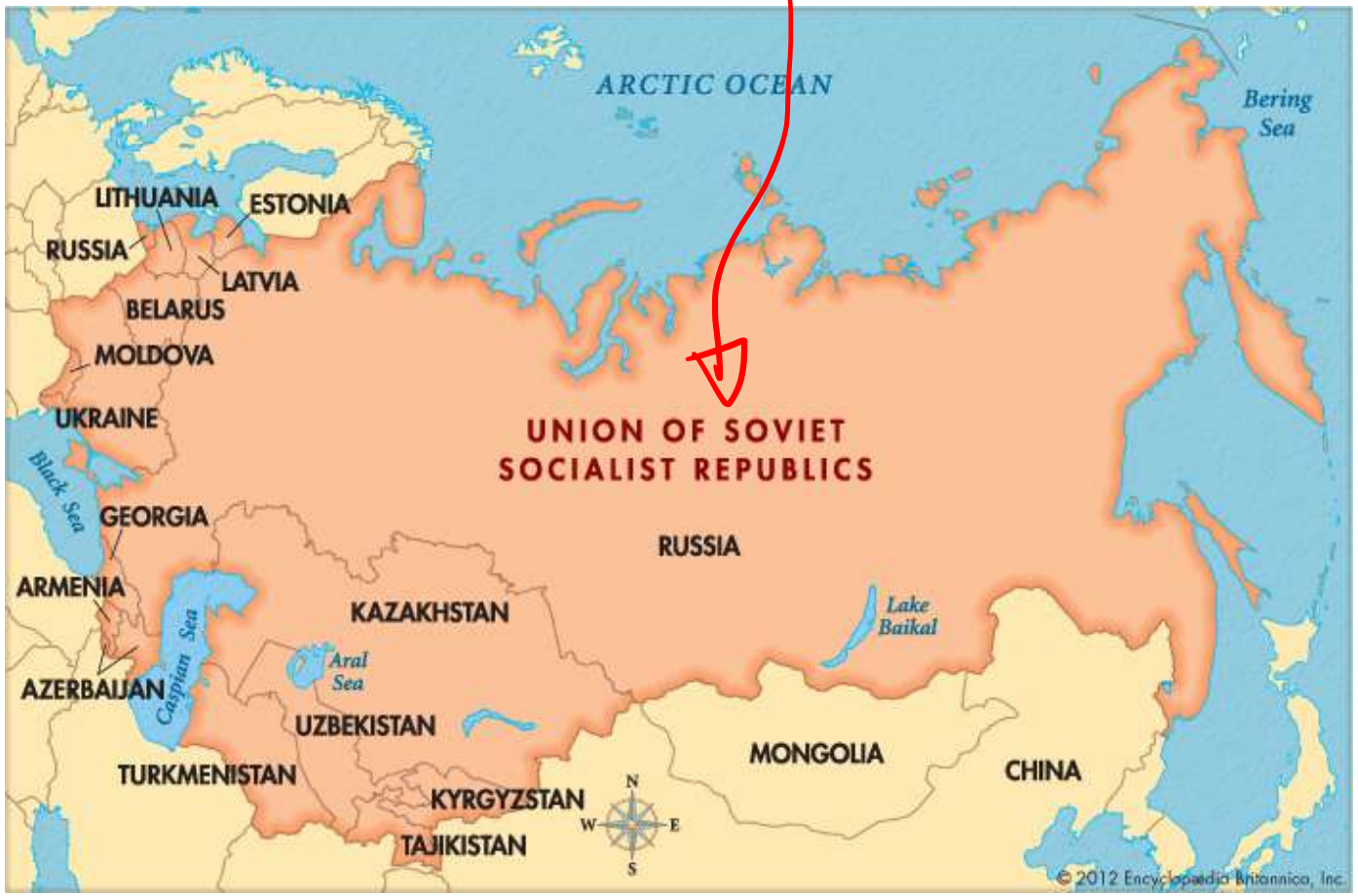

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন

উল্লেখযোগ্য বই-

Imperialism The Highest Stage of Capitalis,

Philosophical Notebook,

State and Revolution

জাতিপুঞ্জ

LEAGUE OF NATIONS

SOCIÉTÉ DES NATIONS

- ইউরোপ তথা বিশ্ববাসীর শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ২৮ তম প্রেসিডেন্ট ১৪ দফা প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে যৌথ নিরাপত্তার ধারণা প্রদান করেন।

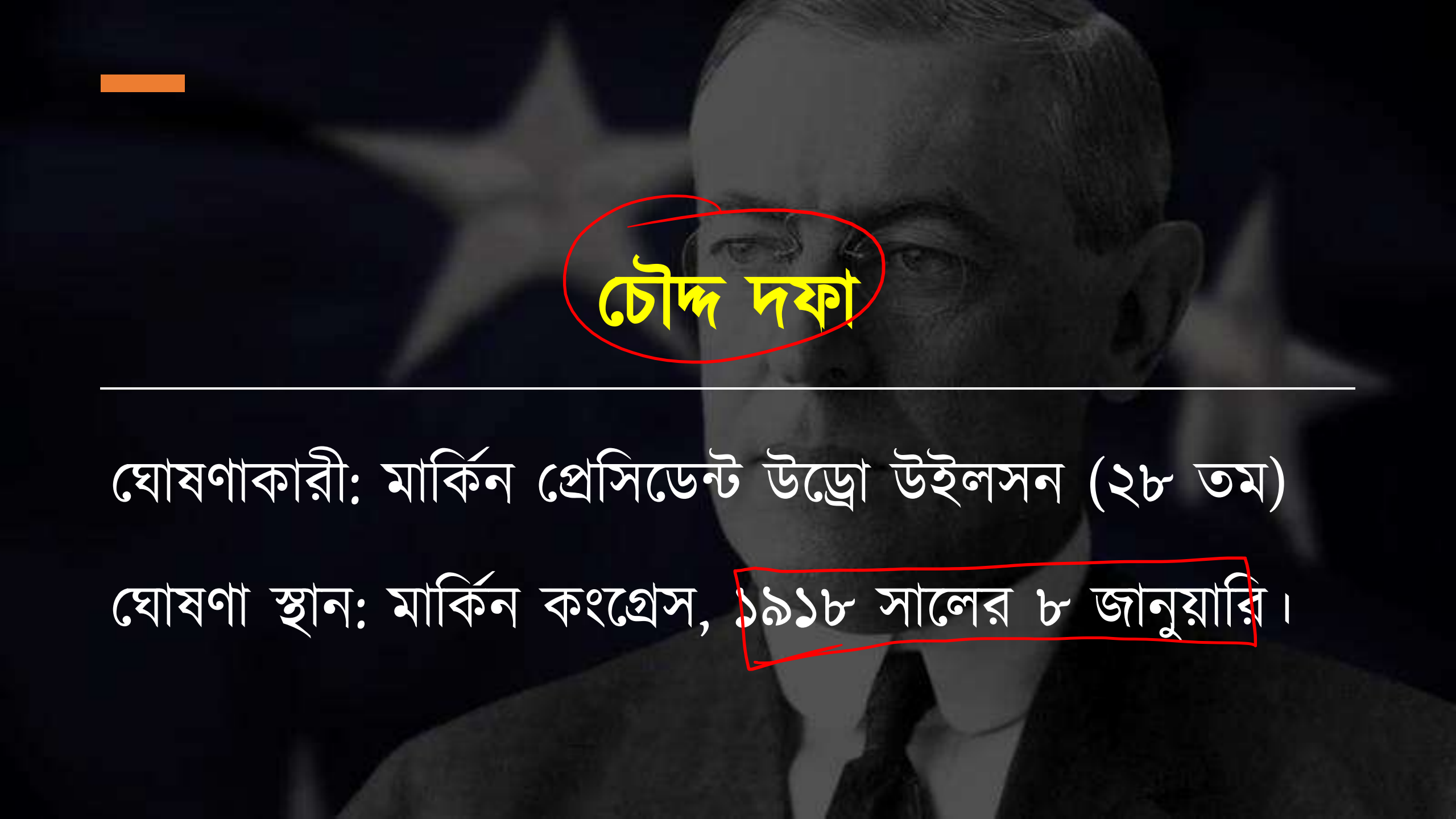

চৌদ্দ দফা

ঘোষণাকারী: মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন (২৮ তম)

ঘোষণা স্থান: মার্কিন কংগ্রেস, ১৯১৮ সালের ৮ জানুয়ারি।

১৪ তম দফা – জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

President Wilson's Fourteen Points

1. Open diplomacy
2. Freedom of the Seas
3. Removal of economic barriers
4. Reduction of armaments
5. Adjustment of colonial claims
6. Conquered territories in Russia
7. Preservation of Belgian sovereignty
8. Restoration of French territory
9. Redrawing of Italian frontiers
10. Division of Austria-Hungary
11. Redrawing of Balkan boundaries
12. Limitations on Turkey
13. Establishment of an independent Poland
14. Creation of an Association of Nations

- ১৯১৯ সালে, প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সকল দেশ কর্তৃক তৈরি একটি চুক্তিতে লীগের কাঠামো এবং কার্যাবলী তৈরি করা হয়েছিল।
- লীগ অফ নেশনস এর চুক্তি ১০ জানুয়ারী, ১৯২০ সালে কার্যকর হওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে লীগ অফ নেশনস প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯২০ সালের মধ্যে সংগঠনটিতে ৪৮ টি দেশ যোগদান করেছিল।

জাতিপুঞ্জ

প্রস্তাবকঃ উড্রো উইলসন

প্রতিষ্ঠা- ১৯২০

প্যারিস শান্তি সম্মেলনের ২য় ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে।

আনুষ্ঠানিক ভাবে বিলুপ্তিঃ ২০ এপ্রিল ১৯৪৬

জাতিপুঞ্জ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- 'লীগ অব নেশনস' এর জন্ম হয় - ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে।
- 'লীগ অব নেশনস' এর যাত্রা শুরু হয় - ১০ জানুয়ারি, ১৯২০ সাল।
- 'লীগ অব নেশনস এর বিলুপ্তি হয় - ১৯৪৬ সালের ২০ এপ্রিল। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং নতুন একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'জাতিসংঘ' তৈরি হওয়ায়)
- 'লীগ অব নেশনস' গঠনের সময় সদস্য দেশের সংখ্যা ছিল - ৪২।
- 'লীগ অব নেশনস' গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন - প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।
- জাতিসংঘের পূর্বসূরি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো 'লীগ অব নেশনস'।

যুক্তরাষ্ট্র জাতিপুঞ্জের সদস্য হয়নি মনরো ডকট্রিন এর কারণে।

মনরো ডকট্রিন

ঘোষণাকারী – জেমস মনরো, ১৮২৩

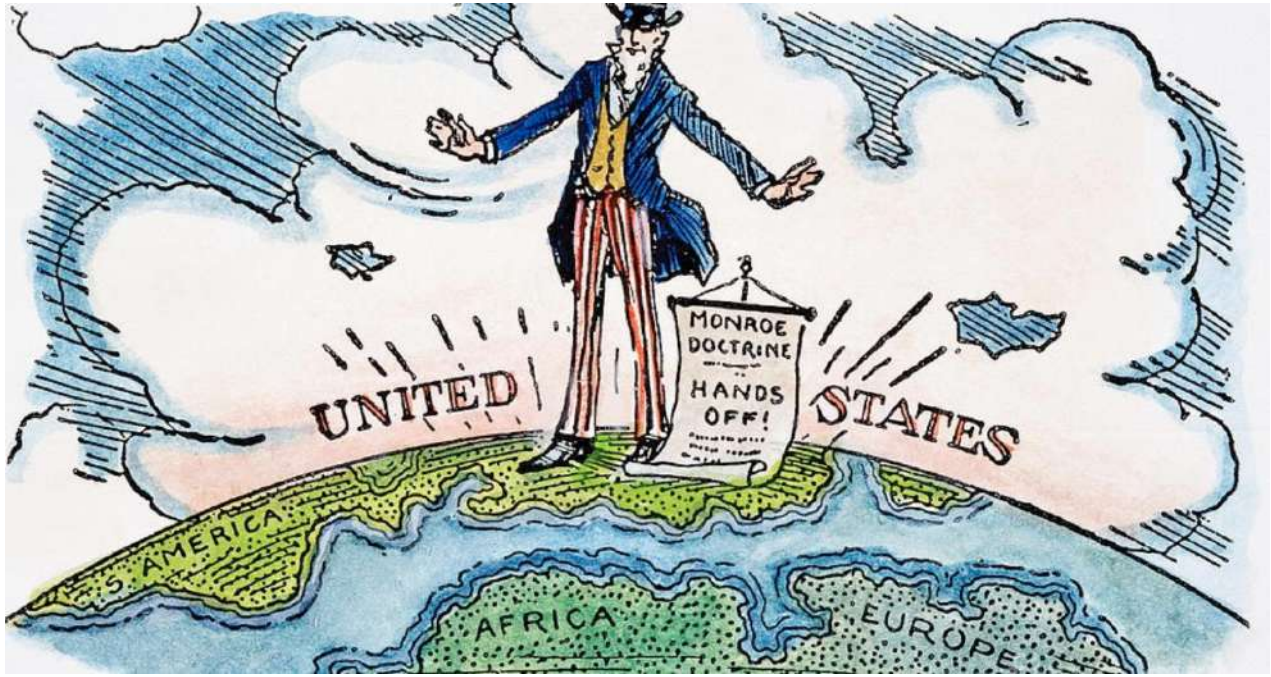

মনরো ডকট্রিন

ইউরোপ থেকে দুই মহাদেশে (উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা) বিচ্ছিন্ন (isolation) থাকবে।

- উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে কোন ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা হবে না।
- ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের ব্যাপার নিয়ে যুদ্ধ করলে আমরা এতে অংশ নেই না
- দুই মহাদেশে ইউরোপীয় শক্তি প্রভাব বিস্তার করলে, আমরা সেটাকে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি বিপজ্জনকবলে বিবেচনা করব

১৯২০ সালের পর দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি। বড় শহরগুলোতে গড়ে ওঠে ব্যক্তিগত ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং বড় কলকারখানা।

- কর্মসংস্থানের অভাব না থাকায় প্রায় সকল নাগরিকের হাতেই ছিল প্রচুর পরিমাণে অলস টাকা। অর্থ বিনিয়োগ করার আদর্শ জায়গা মনে করে তারা ঝুঁকে পড়েন শেয়ার বাজারে দিকে। কেউ কেউ তো নিজেদের ব্যবসা গুটিয়ে হয়ে ওঠেন স্থায়ী বিনিয়োগকারী।

- জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পেতে থাকে এবং মার্কিন নাগরিকরা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগের দিকে মনোনিবেশ করায় কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

- ১৯২৯ সালের আগস্টে এসে যুক্তরাষ্ট্রের শেয়ার বাজার অবস্থান করছিল এর শীর্ষবিন্দুতে।
- ২৪ অক্টোবর একদিনে বিক্রি হয়েছিল প্রায় ১২.৯ মিলিয়ন শেয়ার! আর এটিকে একটি সুযোগ ভেবে লক্ষ লক্ষ লোক ব্যাংক থেকে ঋণ করে শেয়ার কেনেন।

- চার দিন পর ২৯ অক্টোবর নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি খায়। সেদিন প্রায় ১৬ মিলিয়ন শেয়ার বিক্রি হয়েছিল। মূলত বিপর্যয় বুঝতে পেরে, একটি মহল চারদিন আগে ক্রয় করা শেয়ারগুলো বিক্রি করতে থাকে।

- কিন্তু, মধ্যম ও নিম্ন পর্যায়ের শেয়ারগ্রহীতারা কম দামে পাওয়ার লোভে, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সেসব শেয়ার কেনেন তারা। আর এরই মাঝে শুরু হয় দরপতন। হাহাকার নেমে আসে পুরো যুক্তরাষ্ট্রে। ইতিহাসে ওই দিনটিকে ‘কালো মঙ্গলবার’ হিসেবে উল্লেখ করেন অর্থনীতিবিদরা।

গ্রেট ডিপ্রেসন / মহামন্দা

সময়কাল: ১৯২৯ – ১৯৩৯

২৯ অক্টোবর, মার্কিন শেয়ারবাজারে সবচেয়ে বড় ধ্বস নামে। যা 'ব্ল্যাক টুইজডে' নামে পরিচিত।

JOBLESS MEN
KEEP GOING
WE CAN'T TAKE CARE OF OUR OWN

WHY CAN'T YOU
GIVE MY DAD
A JOB?

মহামন্দা মোকাবিলায় কর্মসূচী

- নিউ ডিল কর্মসূচী গ্রহন করা হয়।
- ঘোষণা করেন ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট (৩২ তম প্রেসিডেন্ট)

নিউ ডিল কর্মসূচী

- গৃহহীন , অন্নহীন , দারিদ্র ক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ আমেরিকাবাসীকে সাহায্য দান।
- মহামন্দা থেকে দেশ তথা দেশবাসীকে উদ্ধার করতে আমেরিকার অর্থনীতিকে পুনরায় সচল করা ।

হোয়াইট প্ল্যান

- ভবিষ্যতে যাতে অর্থনৈতিক মন্দা ঠেকান যায় তার জন্য করা হয় **হোয়াইট প্ল্যান**।
- **প্রস্তাবক** – মার্কিন অর্থসচিব – হোয়াইট

হোয়াইট প্ল্যানে কী কী প্রস্তাব করা হয়?

- মুদ্রা ব্যবস্থার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান থাকবে।– IMF
- বিশ্ব ব্যাংক – World Bank
- বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থা – ITO — WTO

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- ২৫ অক্টোবর (বর্তমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৭ নভেম্বর) লেলিনের নেতৃত্বে - রুশ বিপ্লব
- ১৯২২ সালের ১২ ডিসেম্বর রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন।
- 'লীগ অব নেশনস' এর জন্ম হয় - ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে
- 'লীগ অব নেশনস' এর যাত্রা শুরু হয় - ১০ জানুয়ারি, ১৯২০ সাল।
- 'লীগ অব নেশনস এর বিলুপ্তি হয় - ১৯৪৬ সালের ২০ এপ্রিল। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এড়াতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং নতুন একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান 'জাতিসংঘ' তৈরি হওয়ায়)
- 'লীগ অব নেশনস' গঠনের সময় সদস্য দেশের সংখ্যা ছিল - ৪২।
- 'লীগ অব নেশনস' গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন - প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন।
- জাতিসংঘের পূর্বসূরি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান হলো 'লীগ অব নেশনস'।
- মনরো ডকট্রিন: ঘোষণাকারী – জেমস মনরো
- গ্রেট ডিপ্রেসন / মহামন্দা: (২৯ অক্টোবর, ১৯২৯) মার্কিন শেয়ারবাজারে সবচেয়ে বড় ধ্বস নামে। যা 'ব্ল্যাক টুইজডে' নামে পরিচিত

বিরতি

২য় বিশ্বযুদ্ধ/গ্লোবাল ওয়ার

১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৫

প্রেক্ষাপট

সাম্রাজ্যবাদ

- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা বিশ্বে আক্রমণাত্মক নীতি লক্ষ করা যায়।
- ১৯৩১ সালে জাপান চিনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে।
- ১৯৩৭ সালে ইতালি ইথিওপিয়া দখল করে।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধ (সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠীর সাথে সাধারণদের দ্বন্দ্বের জের ধরে এই যুদ্ধ চলে ১৯৩৬ সালের ১৭ জুলাই থেকে ১৯৩৯ সালের ১ এপ্রিল পর্যন্ত) বৈশ্বিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তোলে।
- স্পেনের গৃহযুদ্ধকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া বলা হয়।

স্পেনের গৃহযুদ্ধ

সময়কাল: ১৯৩৬ – ১৯৩৯

ফ্রান্সিস ফ্রাংকো ক্ষমতা দখল করেন।

গোয়ার্নিকা চিত্রকর্ম | পাবলো পিকাসো

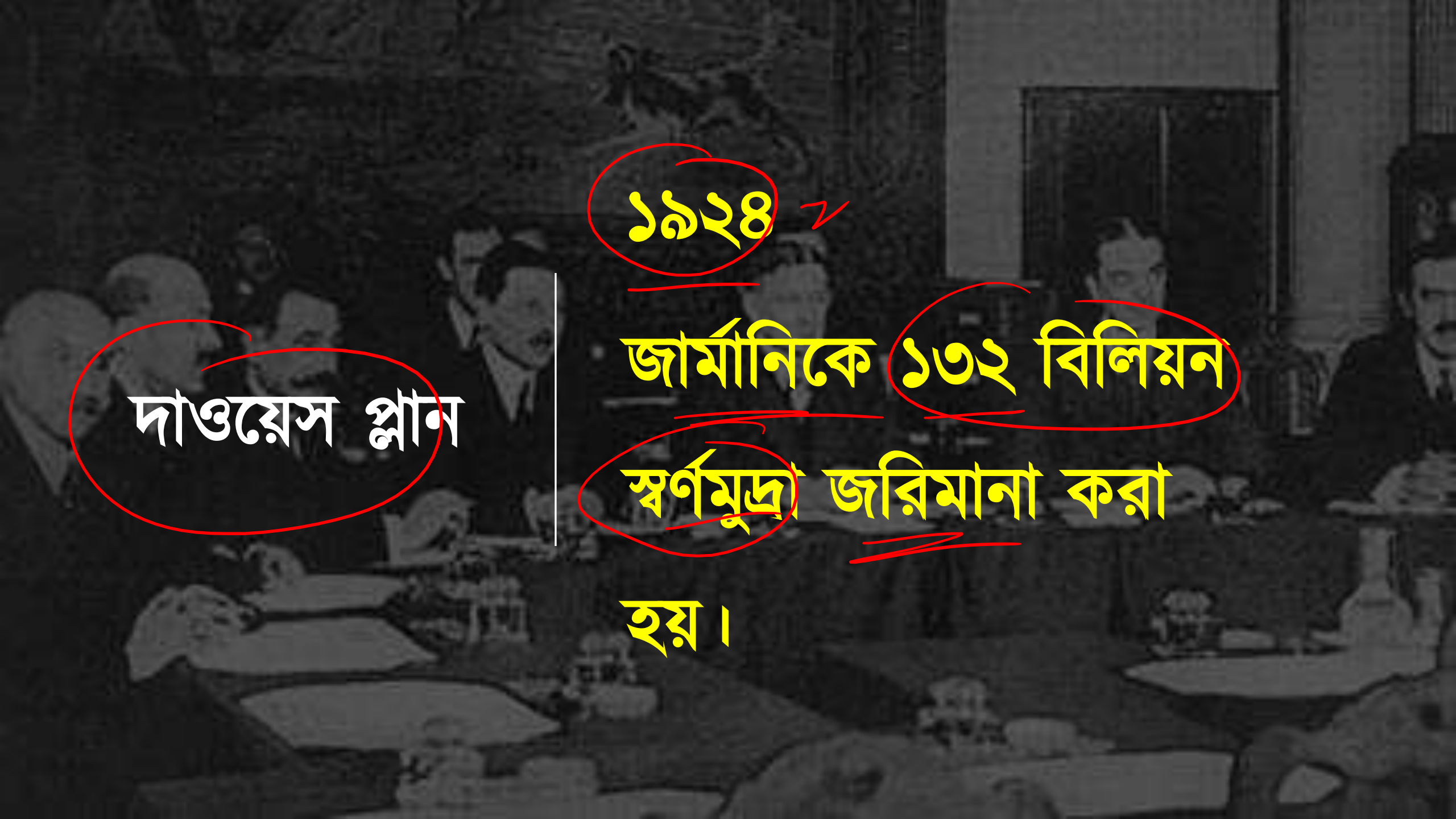

দাওয়েস প্লান

১৯২৪

জার্মানিকে ১৩২ বিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা জরিমানা করা হয়।

- পরে দাওয়েস প্ল্যান বাতিল করে ইয়ং প্ল্যান নেওয়া হয়।

ইয়াং প্ল্যান

১৯২৯

১১২ বিলিয়ন স্বর্ণমুদ্রা ৫৮ বছরে পরিশোধ করতে হবে।

মহামন্দার সময় নেয়া অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নাম কী?

নিউ ডিল

Austria

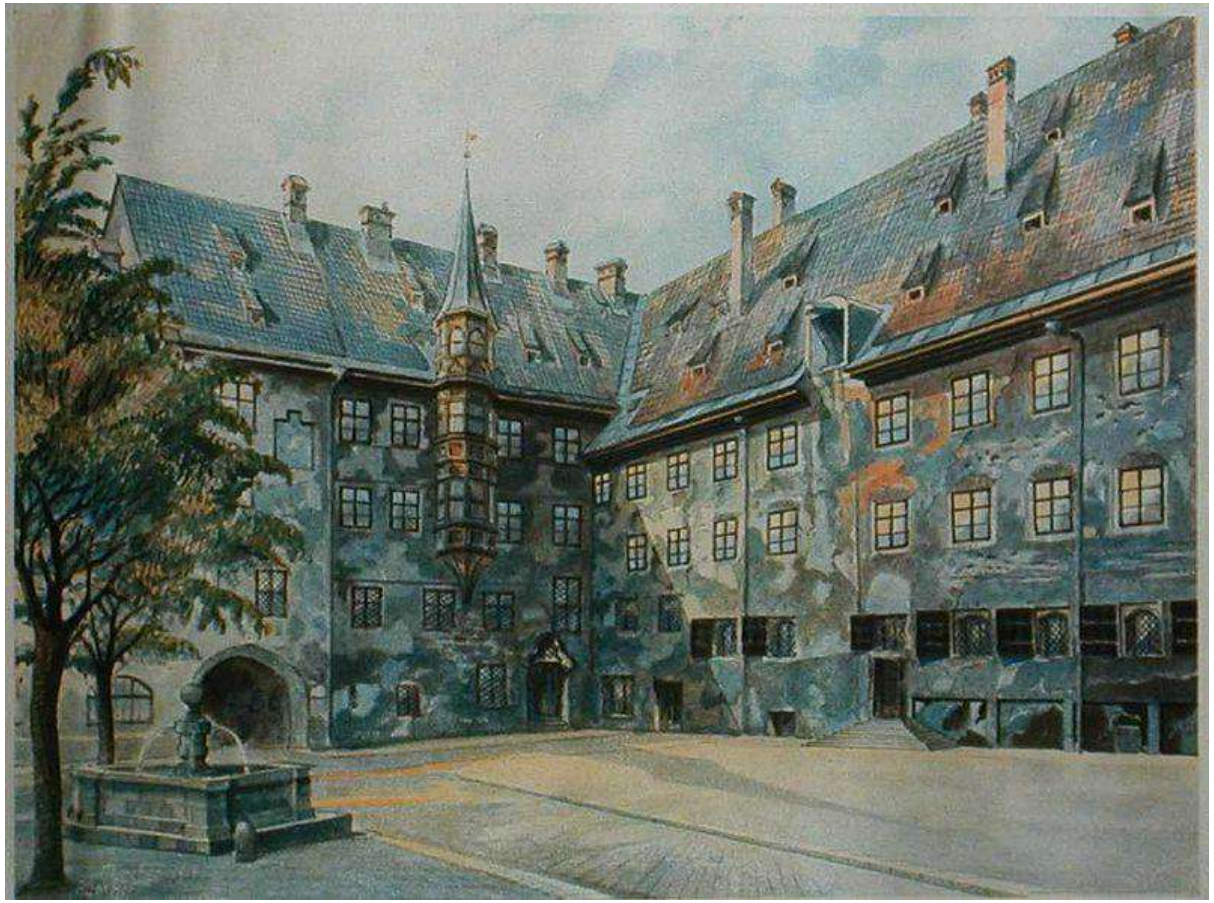

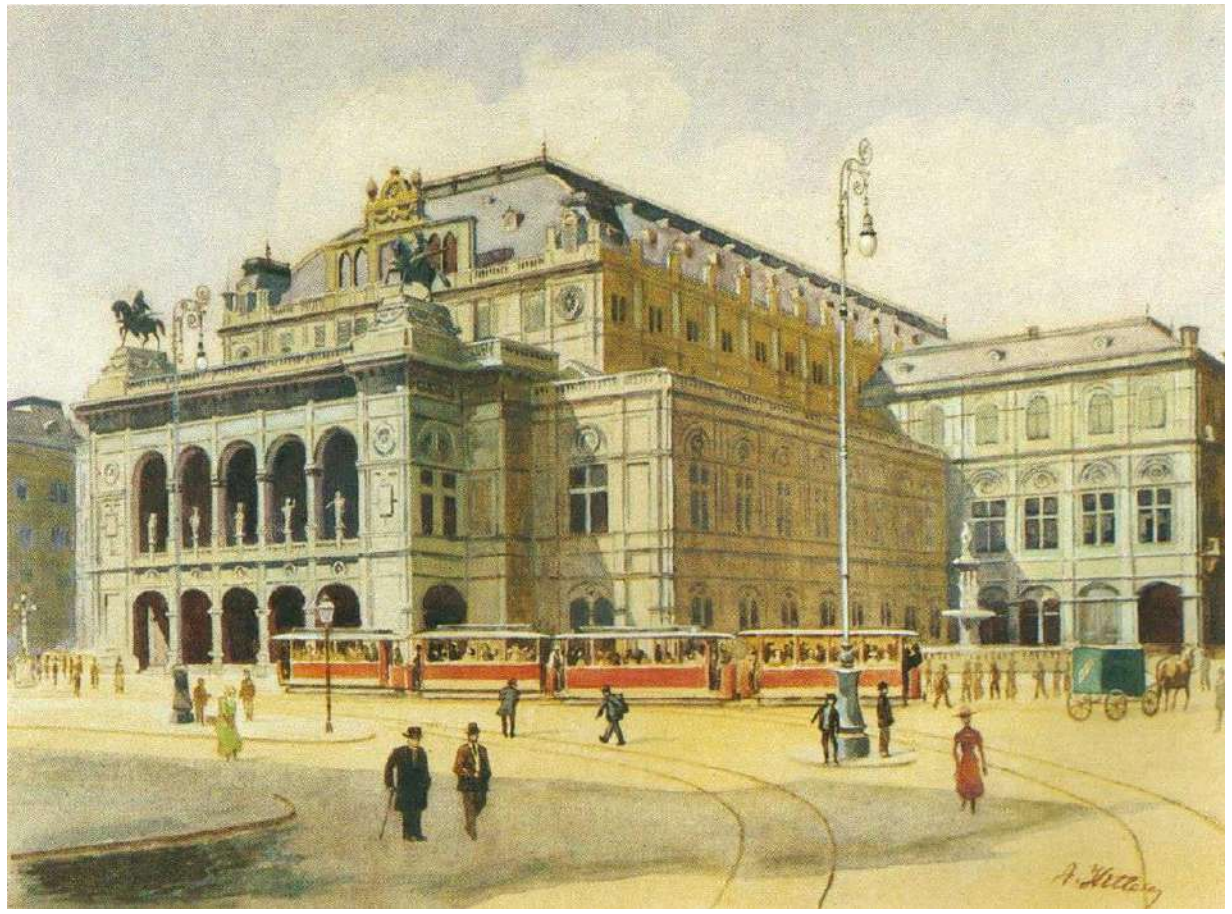

Hitler

হিটলারের (ফুয়েরার) উত্থান

১৯২০ সালে জার্মান শ্রমিক সংঘ এক জনসভার আয়োজন করে। এডলফ হিটলার নাৎসি বাহিনী গঠনের লক্ষ্যে ২৫ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন।

হিটলারের (ফুয়েরার) উত্থান

১৯২১- National Socialist German Workers Party (NSDAD) [NAZI (নাৎসি)] চেয়ারম্যান

১৯২৩ সালে তিনি ক্ষমতাগ্রহণের চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে কারাগারে যেতে বাধ্য হন। কারাগারে বসেই রচনা করেন। আত্মজীবনী মাইন ক্যাম্ফ (মাই স্ট্রাগল/ আমার সংগ্রাম)। ১৯২৫ সাল বইটি প্রকাশিত হয়।

- ১৯৩৩ সালে জার্মানির চ্যান্সেলর নির্বাচিত হন। ১৯৩৬ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত করে তোলেন।

অক্ষ চুক্তি

ইতালির মুসোলিনি ও জার্মানির হিটলার ১৯৩৬ সালে ‘রোম-বার্লিন’ (Rome-Berlin Axis) চুক্তি করেন।

অক্ষ চুক্তি/

Tripatriate

Pact

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

রোম-বার্লিন-টোকিও চুক্তি

মিত্র শক্তি

- যুক্তরাষ্ট্র
- যুক্তরাজ্য
- সোভিয়েত ইউনিয়ন
- চীন
- ফ্রান্স
- পোল্যান্ড

ব্রিটেন	প্রথমে নেভিলি চেম্বারলেইন। যুদ্ধের বেশি সময়জুড়ে ছিলেন উইনস্টোন চার্চিল, ১৯৫৩ সালে সাহিত্যে নোবেল পান হিস্টোরি অব সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার লেখার জন্য । শেষের দিকে ছিলেন ক্লিমেন অ্যাটলি ।
যুক্তরাষ্ট্র	প্রথমে ফ্রাংলিন ডি রুজভেল্ট এবং পরে হ্যারি এস ট্রম্যান যিনি বোমা ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে।
সোভিয়েত ইউনিয়ন	জোসেফ স্টালিন। তাকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জনক বলা হয়। আর রাশিয়াকে বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পিতৃভূমি।

সামরিক বাহিনীর প্রধান

ব্রিটেন – মন্টেগোমারি (ডেজার্ট র‍্যাট)

যুক্তরাষ্ট্র – জর্জ মার্শাল (যুদ্ধ পরিচালনা করতেন আইজেনহাওয়ার)

জার্মানি – ফিল্ড মার্শাল রোমেল (ডেজার্ট ফক্স)

হলোকাস্ট

- জার্মান নাৎসি এবং তাদের সহযোগীদের দ্বারা ইউরোপীয় ইহুদিদের উপর পরিচালিত গণহত্যার নাম হলোকাস্ট।
- নুরেমবার্গ ল (ইহুদি নিয়ে জার্মান আইনের নাম) – জার্মানি শুধু জার্মানদের

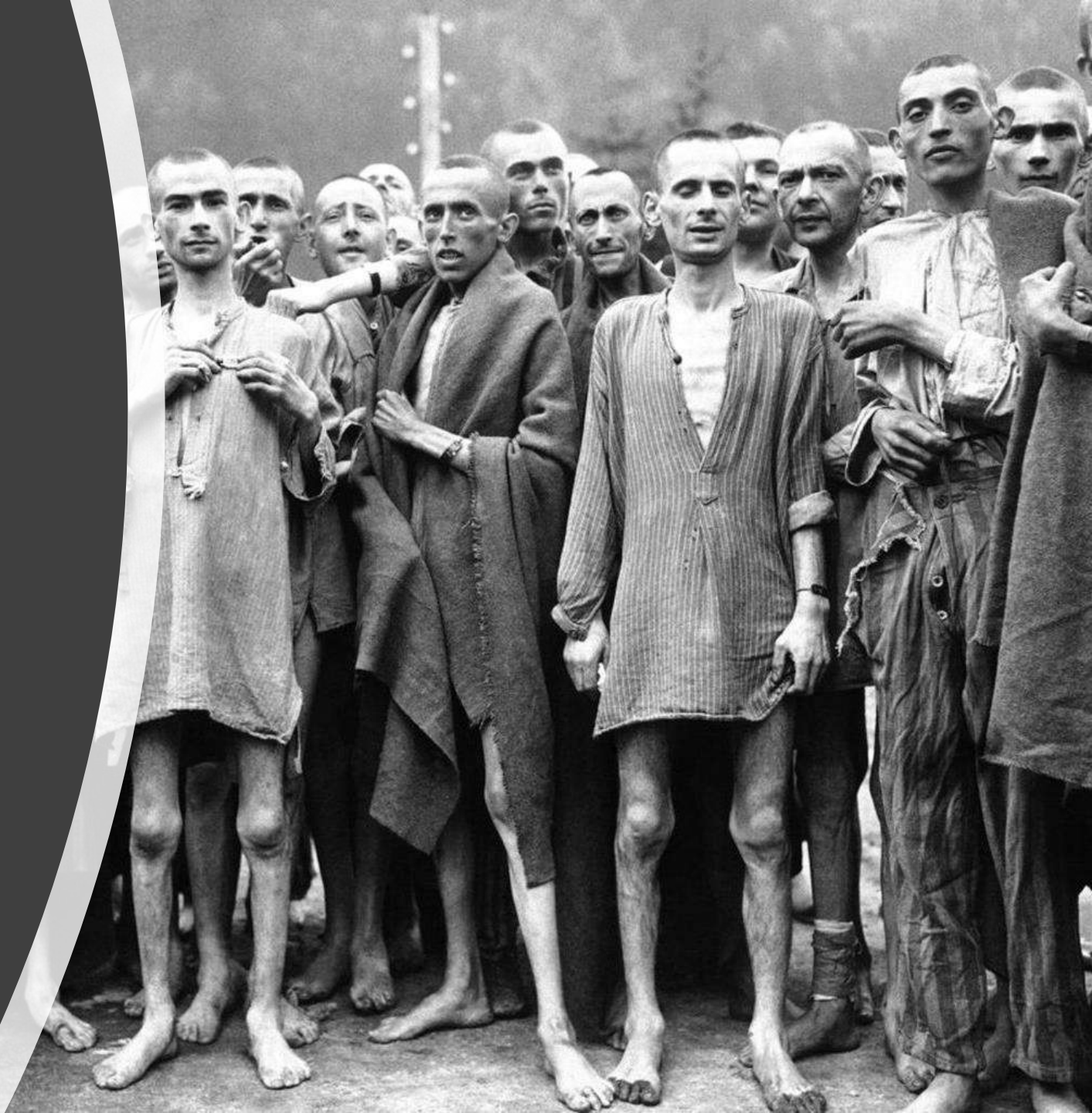

- ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

- ১৯৪১ সালের ২২ জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেন হিটলার। ইতালি, রোমানিয়া ও ফিনল্যান্ডের সহায়তায় প্রায় জার্মান সেনা রাশিয়ায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। লক্ষাধিক ইহুদিকে হত্যা করে। এই অভিযানের নাম বারবারোসা । এটি বিশ্ব ইতিহাসে সবচেয়ে বড় স্থলযুদ্ধ।

অপারেশন বারবারোস

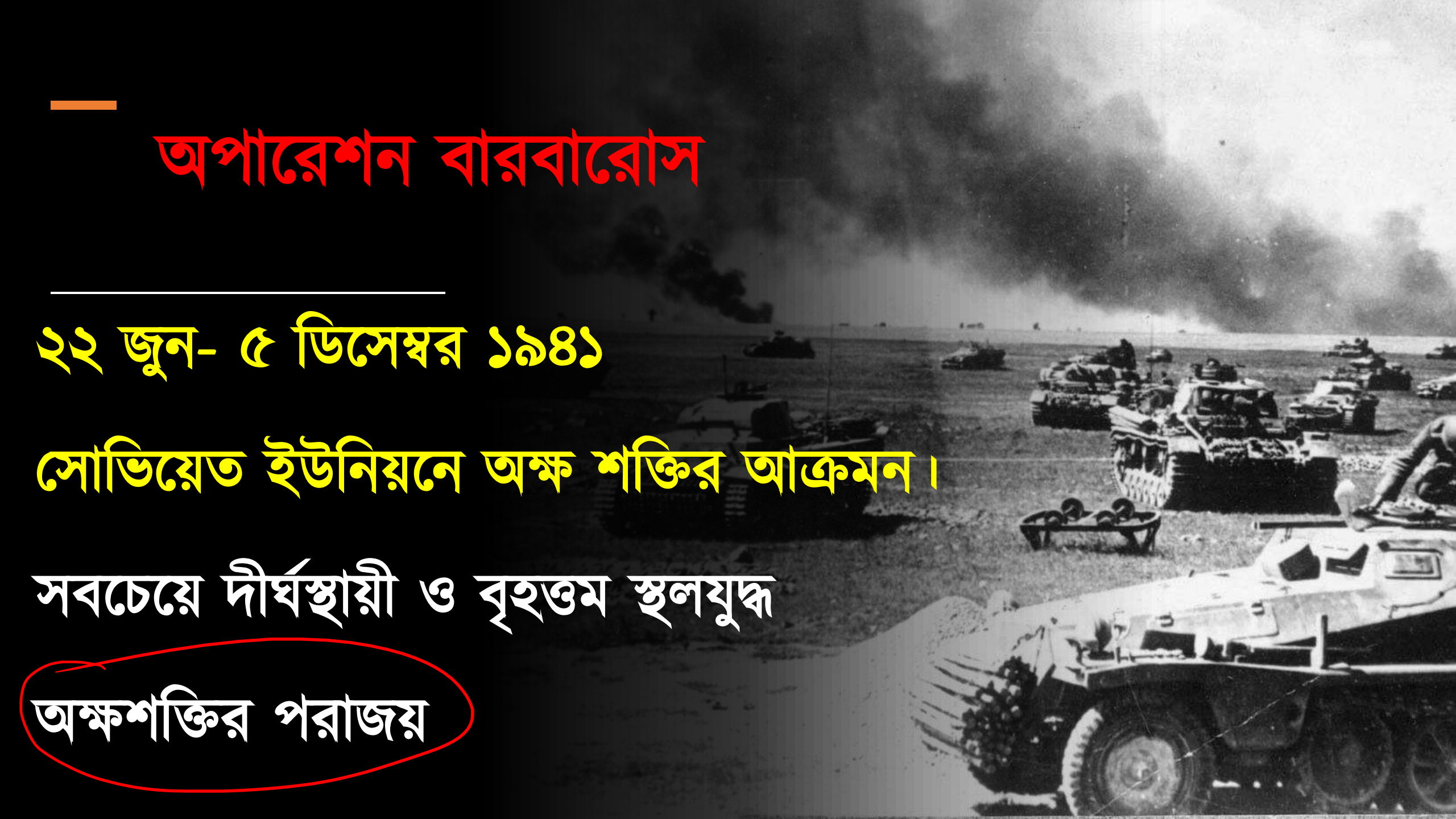

২২ জুন- ৫ ডিসেম্বর ১৯৪১

সোভিয়েত ইউনিয়নে অক্ষ শক্তির আক্রমন।

সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও বৃহত্তম স্থলযুদ্ধ

অক্ষশক্তির পরাজয়

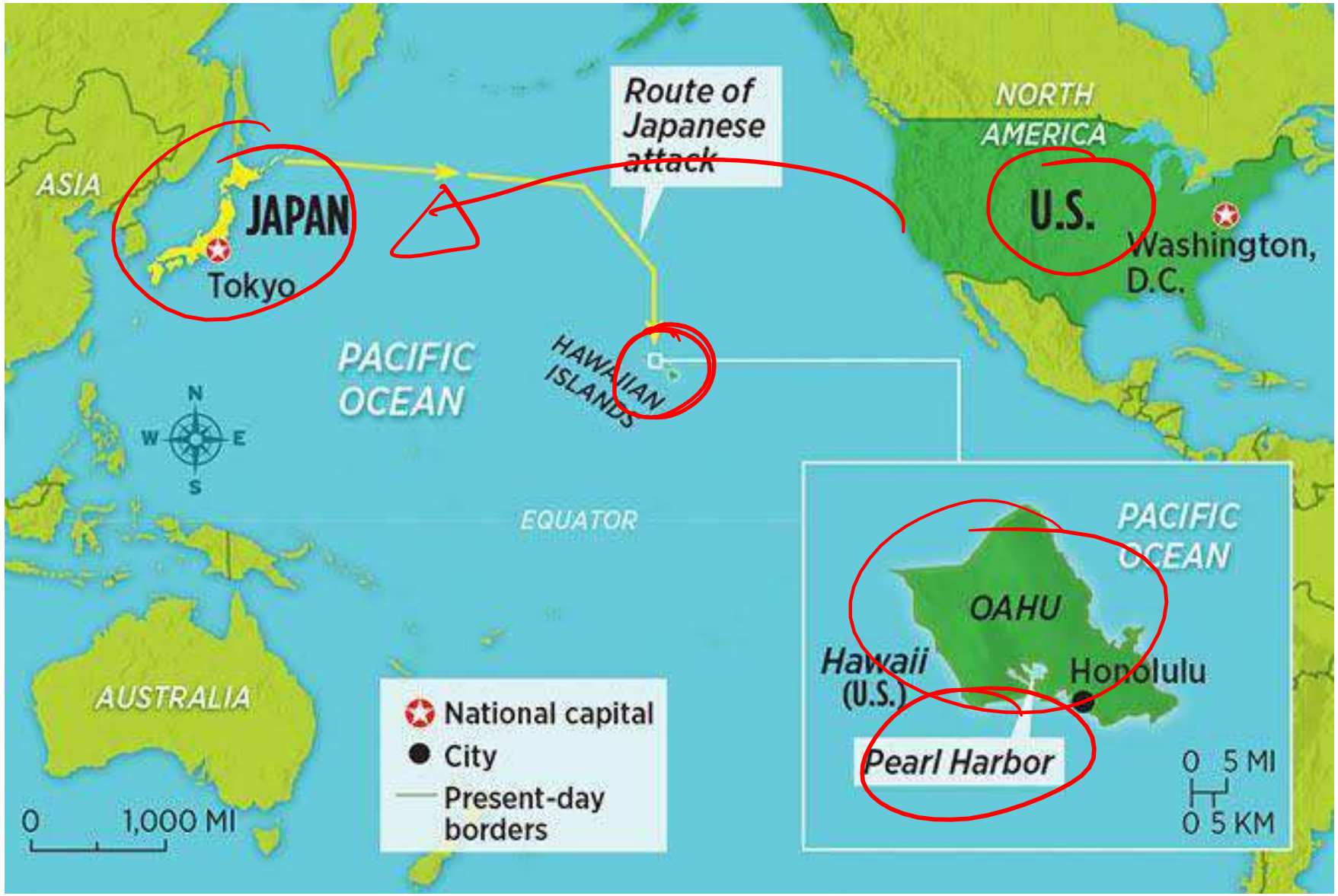
Route of Japanese attack
ASIA
JAPAN
Tokyo
NORTH AMERICA
U.S.
Washington, D.C.
PACIFIC OCEAN
HAWAIIAN ISLANDS
N
W
E
S
EQUATOR
AUSTRALIA
National capital
City
Present-day borders
0 1,000 MI
PACIFIC OCEAN
OAHU
Hawaii (U.S.)
Honolulu
Pearl Harbor
0 5 MI
0 5 KM

অপারেশন টোরা টোরা

- ৭ ডিসেম্বর ১৯৪১ সালে জাপান যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের সামরিক ঘাঁটি পার্লহারবার আক্রমণ করে। এতে যুক্তরাষ্ট্র মনরো ডকট্রিন ভেঙে দিয়ে বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩

ইতালির আত্মসমর্পণ

Final Edition

The Johnstown Tribune

THE WEATHER

NINETIETH YEAR — JOHNSTOWN, PA., WEDNESDAY EVENING, SEPTEMBER 8, 1943—EIGHTEEN PAGES — FOUR CENTS

ITALY SURRENDERS

RUSSIAN ARMY RETAKES STALINO

Nazis Quit City In Face of Swift Drive by Soviets

Capture of Industrial Area Presages Reconquest of Entire Donets Basin

FOE HOLDS 1 RAILROAD

LONDON—(UP)—The Germans announced the evacuation of Stalino, Russia's 12th largest city and the industrial capital of the Donets Basin, today.

The loss of Stalino was acknowledged in a Berlin broadcast which said that the Germans had pulled out of the city after "destroying all important installations."

Soviet dispatches already had reported the Red army in the outskirts of Stalino and it was probable that its capture would be announced in a special Russian communique later today.

ALLIED INVASION PLANS READY, MARSHALL SAYS

Attack on Northwest Europe Is Coming, U.S. Chief Reveals

VICTORY 'CERTAIN'

Report Rates Guadalcanal Offensive as Start Of Final Phase of War

CRANES CLEAR WRECKED CARS FROM PENNSY TRACKS

CAPITULATION IS ANNOUNCED BY EISENHOWER

Terms of 'Unconditional Surrender' Demand Met by Italians

SOON AFTER INVASION

ALLIED HEADQUARTERS, North Africa—(UP)—Italy surrendered today—unconditionally.

Gen. Dwight D. Eisenhower announced the capitulation of the Italian armed forces five days after the British Eighth Army had invaded Italy.

The Allied commander-in-chief in the Mediterranean, in announcing the collapse of Italian resistance, said Italy had been granted a military armistice.

The break at the weak end of the European Axis climaxed a brief invasion campaign against the toe of Italy, where the resistance encountered by the British Eighth Army was described as no more than token resistance.

Gen. Sir Bernard L. Montgomery's troops had been advancing cautiously up the tip of the Italian peninsula, retarded by little more than Axis demolition and the rugged terrain.

Eisenhower himself announced the Italian sur-

D-Day

অপারেশন ওভারলর্ড

৬ জুন থেকে ৩০ আগস্ট, ১৯৪৪

নরম্যান্ডি, ফ্রান্স

পশ্চিম ইউরোপে নাৎসি নিয়ন্ত্রণের অবসান হয়।

D-Day

অন্য নাম: Normandy Landings/ Down Day/ Operation Naptune

৬ জুন ১৯৪৪

ফ্রান্স জার্মানি থেকে মুক্ত হয়।

অপারেশন ঈগল

- ১৩-১৭ আগস্ট ১৯৪১
- নাৎসি বাহিনীর ইংল্যান্ডে বোমা হামলা।
- ইতিহাসের সর্বাধিক সংখ্যক বিমান বহর নিয়ে পরিচালিত হামলা।

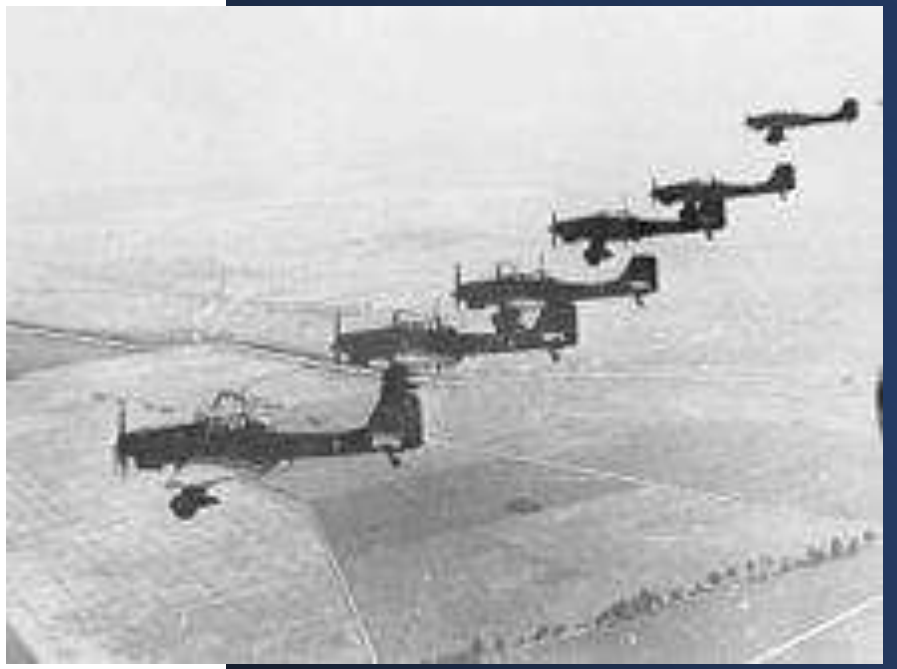

- ১৯৪৫ সালের ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করে।
- অন্যদিকে ইতালির মুসোলিনি গ্রেপ্তার হন। ২৮ এপ্রিল শিরশ্ছেদ করে তাকে।

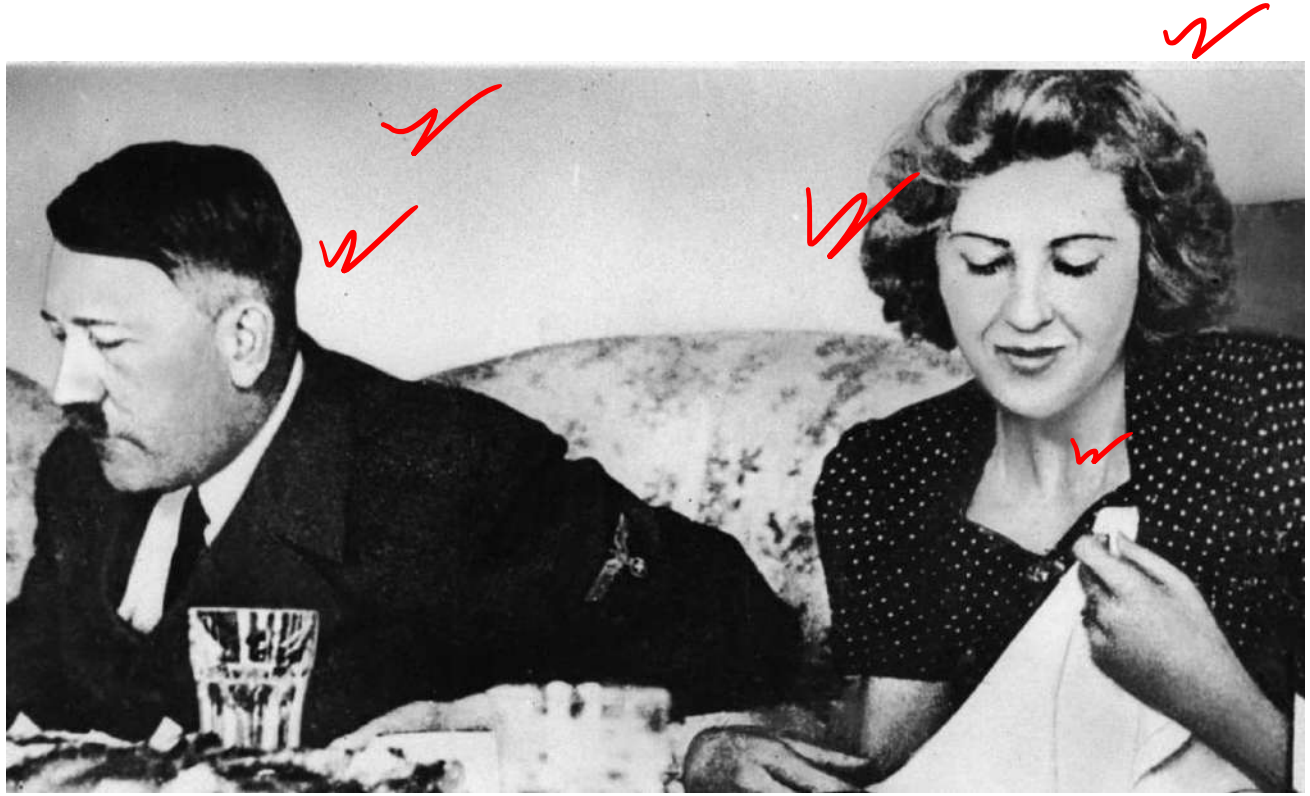

V-E-Day

Victory in Europe

৮ মে ১৯৪৫

জার্মানি ফ্রান্সের কাছে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে।

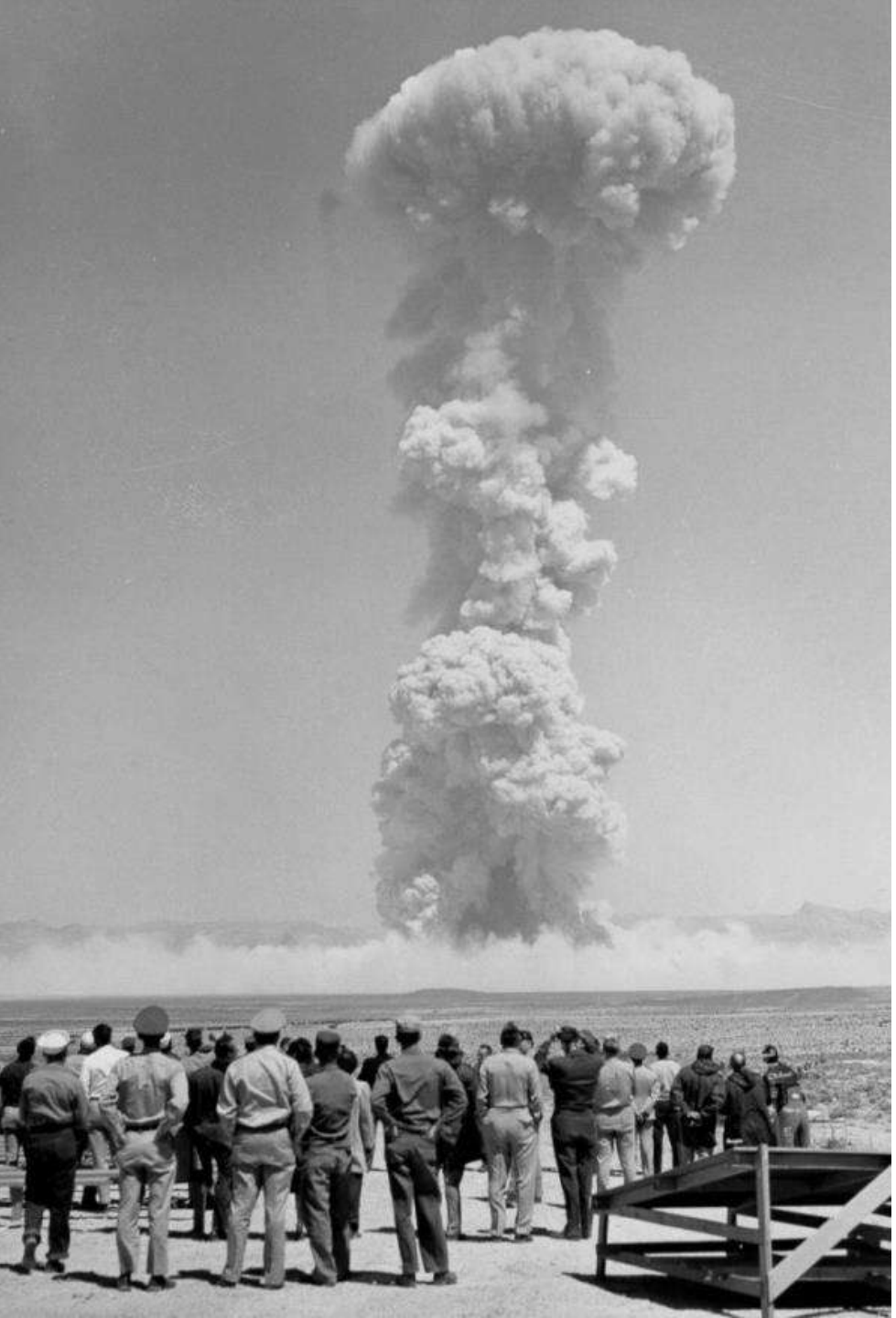

- ১৯৪৫ সালের ১৬ জুলাই নিউ মেক্সিকোতে পারমাণবিক বোমার সফল পরীক্ষা চালায় যুক্তরাষ্ট্র। ২ আগস্ট পটাশডাম সম্মেলনে জাপানকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানায় আমেরিকা, বৃটেন, রাশিয়া। কিন্তু জাপান তা প্রত্যাখ্যান করে।

- ৬ আগস্ট হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা 'লিটলবয়' এবং ৯ আগস্ট নাগাসাকিতে ‘ফ্যাটম্যান’ বোমা ফেলে যুক্তরাষ্ট্র।

জাপানের আত্মসমর্পণ

ঘোষণাঃ ১৪ আগস্ট, ১৯৪৫

আত্মসমর্পণ করে ২ সেপ্টেম্বর

‘ইউ এস মিসোরি’ যুদ্ধ জাহাজে

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে।

ন্যুরেমবার্গ ট্রাইব্যুনাল

জার্মানিকে শাস্তি প্রদান করা হয়।

২০ নভেম্বর ১৯৪৫- ১ অক্টোবর ১৯৪৬

International Military Tribunal

মৃত্যুদন্ডঃ ১২ জন

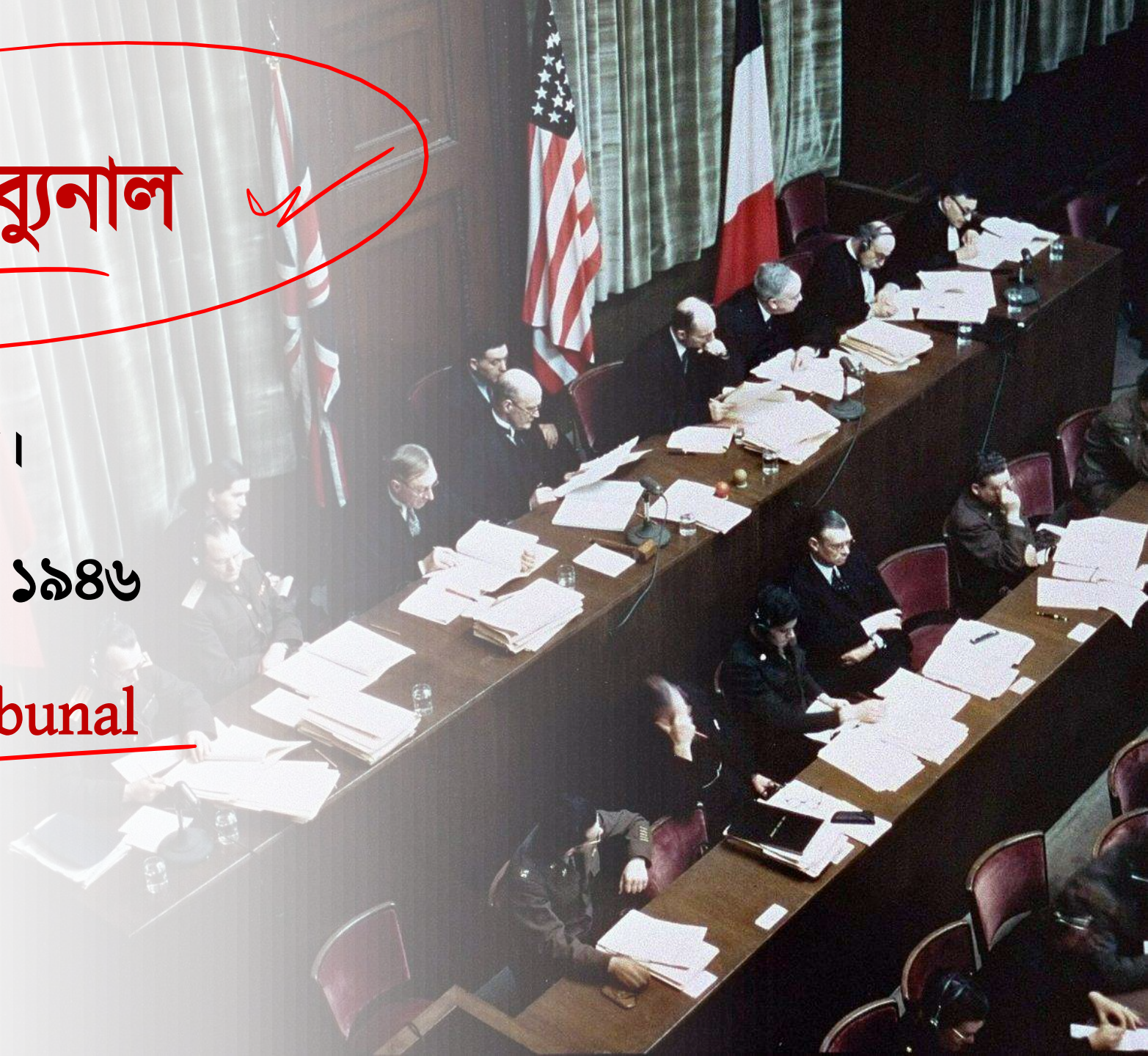

টোকিও ট্রাইব্যুনাল

জাপানের শাস্তি

অফিসিয়াল নাম: International Military Tribunal for Far East

২৯ এপ্রিল ১৯৪৬

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় - ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে - ১৪ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে।
- অক্ষশক্তি (= Axis Powers) - জার্মানি, জাপান ও ইতালি।
- মিত্রশক্তি (= Allied Powers) - ব্রিটেন, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, রাশিয়া ও পোল্যান্ড।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যোগদান করে - ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ সালে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পিতৃভূমি বলা হয় - রাশিয়াকে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাফার স্টেট ছিল - বেলজিয়াম।
- যুক্তরাষ্ট্র জাপানের “হিরোশিমাতে' এটম বোমা ফেলে - ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে ।
- যুক্তরাষ্ট্র জাপানের 'নাগাসাকিতে' এটম বোমা ফেলে - ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে।
- জাপানের ‘হিরোশিমা' ও 'নাগাসাকিতে' নিক্ষিপ্ত বোমার নাম- লিটল বয় ও ফ্যাটম্যান।

গুরুত্বপূর্ণ যা শিখলাম

- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হেনরি ট্রুম্যান এই বোমা ফেলার নির্দেশ দেন।
- কুমিল্লায় অবস্থিত ওয়ার সিমেট্রি স্বাক্ষ্য বহন করে - দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কোরিয়া ও তাইওয়ান জাপানের অধীন ছিল।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইরান জার্মানিকে এবং বাংলাদেশ বৃটেনকে সমর্থন করে।
- 'ডেসার্ট ৮ফক্স' নামে পরিচিত - ফিল্ড মার্শাল রোমেল।
- হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করে - ২২ জুন, ১৯৪১।
- জাপান পার্ল হারবারে মার্কিন নৌ ঘাটি আক্রমণ করে - ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি যোগ দেয় ৮ ডিসেম্বর, ১৯৪১ (জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করলে)।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মরুভূমিতে যুদ্ধ করে ‘ডেজার্ট ব্যাট' উপাধি পান – মন্টেগোমারি

Cold War

The Cold War 1945-1991

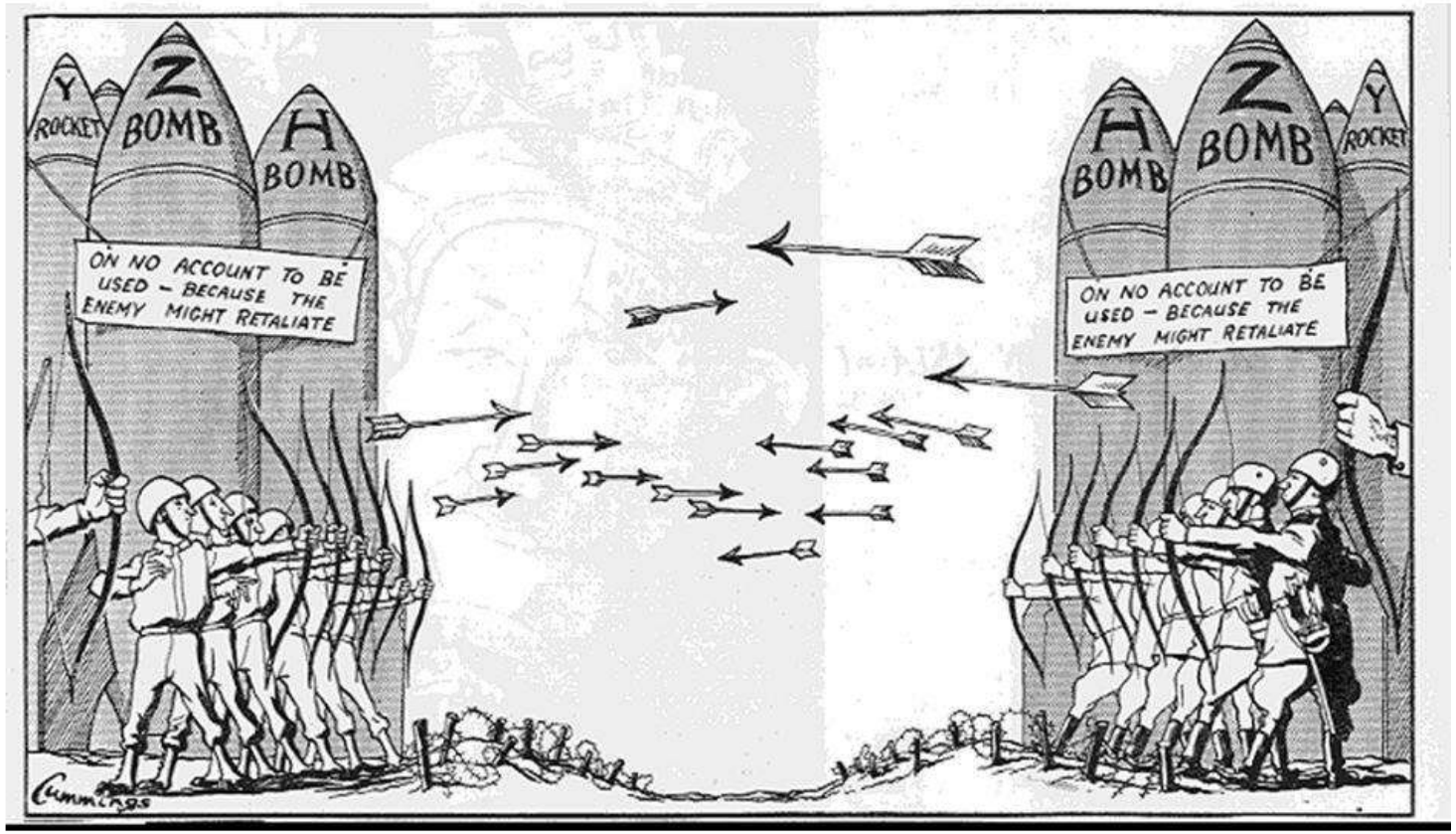

কোল্ড ওয়ার

- সর্বপ্রথম ১৯৪৫ সালে "You and the atom bomb" শিরোনামের একটা লেখায় ব্যবহার করেন ব্রিটিশ লেখক George Orwell.

কোল্ড ওয়ার

১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে বার্নাড বারুচ এক বক্তৃতায় "Cold war" টার্মটা ব্যবহার করেন।

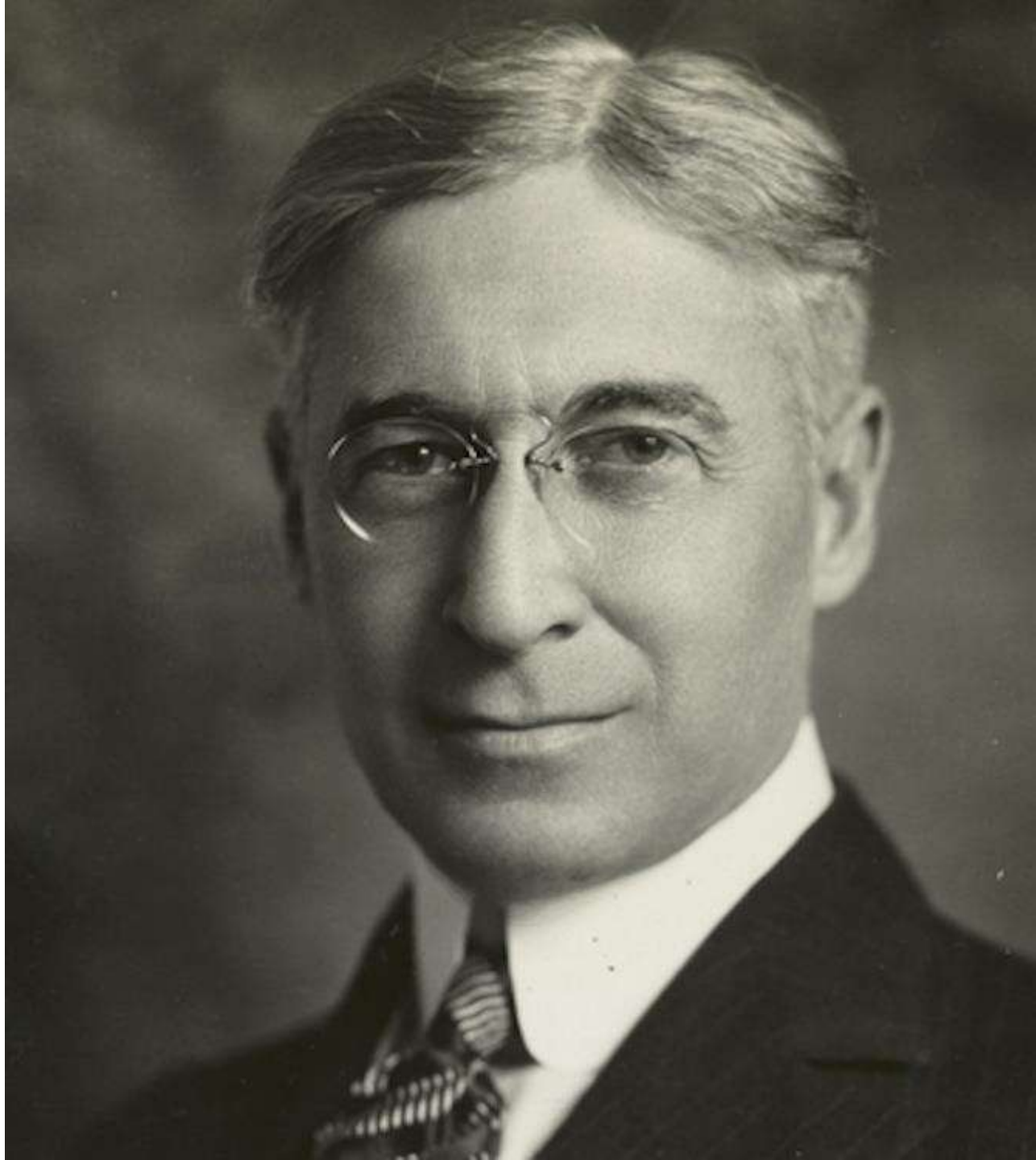

কোল্ড ওয়ার

- ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে পত্রিকার এক কলামে ওয়াল্টার লিপম্যান "Cold War" টার্ম ব্যবহার করেন।

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে দুটি পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্র-জোট প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হয়ে পরস্পরের প্রতি যে যুদ্ধাভাব বিরাজ করছিল বা সংগ্রামে লিপ্ত ছিল তাকেই 'ঠাণ্ডা লড়াই' বলে অভিহিত করা হয়। এভাবে 'যুদ্ধও নয়, শান্তিও নয় সাধারণত এ ধরনের সম্পর্ককে বলা হয় 'Cold War Relationship'। কাজেই ঠাণ্ডা লড়াই ছিল দুই জোটের মধ্যে এমন একটি যুদ্ধাংদেহ সম্পর্ক, যে সম্পর্ক যুদ্ধ সৃষ্টি করেনি, কিন্তু যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পেরেছিল।
- উল্লেখ্য যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ইঙ্গিত আমরা পাই উইনস্টন চার্চিলের ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ ওয়েস্ট-মিনিস্টার কলেজের এক বক্তৃতার মাধ্যমে। অবশ্য চার্চিল সরাসরি 'Cold War' কথাটি ব্যবহার করেননি। কিন্তু তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যে মৈত্রীর বন্ধন স্থাপিত হয়েছিল তা অবলুপ্ত হতে চলেছে।

ট্রুম্যান ডকট্রিন

- ১২ মার্চ ১৯৪৭, মার্কিন কংগ্রেসে উত্থাপন করা হয়।
- উদ্দেশ্য: যেকোনো গণতান্ত্রিক দেশকে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে সাহায্য করা।

- সমাজতন্ত্রের বিস্তার রোধ এবং এ লক্ষ্যে জোট গঠন সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কোনো সশস্ত্র বিপ্লবী গোষ্ঠী বা কোনো বহিরাগত শক্তি যদি কোনো দেশে বিপ্লব সংঘটিত করতে চায়, সেই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সরকারকে সমর্থন করবে। আর এই সমর্থনের ধরন হবে, আর্থিকভাবে বিপ্লব বিরোধীদের সমর্থন করা এবং যুক্তরাষ্ট্র বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সরাসরি তার সেনাবাহিনী পাঠাবে না।
- পশ্চিম ইউরোপসহ দূরপ্রাচ্য, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন প্রভাব বজায় রাখা।
- ট্রুম্যান মতবাদ অনুসারে যেসমস্ত দেশ সোভিয়েত কমিউনিজমের হুমকির মুখে ছিল, সেসব দেশকে যুক্তরাষ্ট্র আর্থিক সাহায্য প্রদান করবে। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক আর্থিক সাহায্য প্রদান করে।
- বিভিন্ন সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠন করা। যেমন- ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত হুমকিকে মোকাবেলা করার জন্য ন্যাটো বা উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (North Atlantic Treaty Organization বা NATO) গঠিত হয়, যা এখনো বিদ্যমান।
- পারমাণবিক অস্ত্রের উৎপাদন।

জাপানের পার্ল হারবার আক্রমনের অপারেশনের নাম-

অপারেশন টোরা টোরা

ডানকার্ক চুক্তি

- স্বাক্ষর কারী – ব্রিটেন ও ফ্রান্স
- ৪ মার্চ, ১৯৪৭
- এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশ একমত হয় যে জার্মানি যদি এ দুদেশের কোনো দেশকে আক্রমণ করে, তা হলে তারা উভয় দেশ সম্মিলিতভাবে তা প্রতিরোধ করবে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ব্যাপারেও প্রতিনিয়ত উভয়পক্ষের মধ্যে মতবিনিময় চলতে থাকবে বলেও চুক্তিতে সাব্যস্ত হয়।

West europe

East Europe

Communism

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)

- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো, পাশাপাশি পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে ছিল সমাজতন্ত্র এবং উপর ছিল সোভিয়েত কর্তৃত্ব। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলোর উপর ছিলনা কোনো মার্কিন কর্তৃত্ব।
- তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ মার্শাল ১৯৪৭ সালের ৫ জুন হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'মার্শাল প্লান' ঘোষণা করেছিলেন। মার্শাল বলেছিলেন, “It is logical that the United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health to the world, without which there can be no political stability and no assured peace."। তিনি আরো বলেছিলেন যে, যেখানে দারিদ্র্য, হতাশা ও লোকসংখ্যা বেশি সেখানেই কমিউনিজম শাখা-প্রশাখা ছড়ায়।
- সুতরাং যুক্তবিধ্বস্ত ইউরোপের দারিদ্র্য দূর না করলে ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। এ লক্ষ্যেই ১৯৪৮ সালে জর্জ মার্শালকে প্রধান করে তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১২ বিলিয়ন ডলারের (যা বর্তমানে ১২৯ বিলিয়ন ডলার) সমন্বয়ে যে আর্থিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তা মার্শাল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। যা চলমান ছিল ১৯৫১ সাল পর্যন্ত। তাঁর এ পরিকল্পনা ছিল মূলত পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার সম্প্রসারণ প্রতিরোধে একটি কর্মসূচি।

মার্শাল প্ল্যান

- ঘোষণা করা হয়: ৫ জুন ১৯৪৭, হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়
- ঘোষণা করেন: জর্জ সি মার্শাল
- অনুমোদন: ৩ এপ্রিল, ১৯৪৮
- ইউরোপে ১২ বিলিয়ন ডলার অর্থ সহায়তা
- রাশিয়ার প্রাভদা পত্রিকা "ডলার কূটনীতি" বলে অভিহিত করে।

ব্রাসেলস চুক্তি

- ব্রিটেন, ফ্রান্সসহ ইউরোপের ১৬টি দেশ মার্শাল প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়।
- মার্শাল প্ল্যানের অন্তর্ভুক্ত বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ড, লুক্সেমবার্গ সাধারণ শুল্কনীতি গ্রহণ করে।
- ১৯৪৮ সালের মার্চে সেই শুল্কনীতিকে সমর্থন করে ব্রিটেন ফ্রান্স যোগ দিয়ে ব্রাসেলস চুক্তি সম্পাদন করে।

ব্রাসেলস চুক্তি

১৭ মার্চ ১৯৪৮

ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম,
নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ

পারস্পরিক আত্মরক্ষা, সংস্কৃতি বিনিময়
এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা

- মার্শালের প্ল্যানকে রুশ মন্ত্রী মলোতভ তীব্রভাবে সমালোচনা করেন। তিনি এই প্লানকে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী নকশা এবং এন্ডক্লেবমেন্ট অব ইউরোপ বলে আখ্যায়িত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন নেতা স্টালিনও বিশ্বাস করতেন যে, আমেরিকান সহযোগিতা গ্রহণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ব্লক থেকে দেশগুলো বের হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি ইপিআর প্রত্যাখ্যান করে মলোতবের দেয়া প্ল্যান গ্রহণ করেন
- ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বরে রাশিয়া মার্শাল প্ল্যান ও ব্রাসেলস জোটকে ঠেকানোর জন্য কমিউনিস্ট ইনফরমেশন ব্যুরো (কমিনফর্ম) গঠন করে।

মল্টভ প্ল্যান

১৯৪৭

পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা।

Communist Information Bureau

সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সংগঠন

প্রতিষ্ঠা: ১৯৪৭

উদ্দেশ্য - ইউরোপীয় দেশগুলো যাতে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা গ্রহণ না করে তার পক্ষে জনমত গঠন।

কমেকন

- সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৯ সালে জানুয়ারি মাসে “মার্শাল প্লান”- এর প্রতিপক্ষ হিসাবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সোভিয়েত আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে মস্কোতে 'পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য পরিষদ' বা Council for Mutual Economic Assistance গঠন করে। প্রাথমিকভাবে পোল্যান্ড চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হলেও পরে পূর্ব জার্মানি, আলবেনিয়া এমনকি উত্তর কোরিয়া ও তদানীন্তন উত্তর ভিয়েতনাম এ দুটো এশিয়ান দেশও এর সদস্য হিসাবে যোগদান করে।

Council for Mutual Economic Assistance

প্রতিষ্ঠা - ১৯৪৯

সমাজতান্ত্রিক দেশ গুলোর অর্থনৈতিক জোট।

সদস্য - ১১ টি দেশ

বিলুপ্তি- ১৯৯১

ভ্যান্ডেনবার্গ রেজ্যুলেশন

- মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির প্রধান আর্থার ভ্যান্ডেনবার্গের প্রস্তাব ।
- পাস: ১৯৪৮১
- বিষয়বস্তু: সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোর অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সামরিক সহায়তা প্রদানে মার্কিন অঙ্গীকার।
- ফলাফল: এই রেজ্যুলেসনের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৯ সালে ন্যাটো প্রতিষ্ঠিত হয়।

NATO

North Atlantic Treaty Organization

৪ এপ্রিল, ১৯৪৯

সদর দপ্তর – ব্রাসেলস বেলজিয়াম

প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য – ১২ টি

ব্রাসেলস + যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইতালি, পর্তুগাল, নরওয়ে, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড

বর্তমান সদস্য-৩১ টি

সর্বশেষ – ফিনল্যান্ড (৪ এপ্রিল, ২০২৩)

ISAF

International Security Assistance Force

ন্যাটোর বহুজাতিক বাহিনী

ওয়ারশ চুক্তি (ন্যাটোর বিপরীত সামরিক গোষ্ঠী

অফিসিয়াল নাম - **The Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance,**

প্রতিষ্ঠা- ১৯৫৫

ওয়ারশ

সদস্য – ৮টি

সদর দপ্তর – মস্কো

বিলুপ্তি – ১৯৯১

আইজেনহাওয়ার মতবাদ - ১৯৫৬

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন নীতি

মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থ কে যুক্তরাষ্ট্র

নিজের স্বার্থ মনে করবে।

ডমিনো তত্ত্ব

(দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জন্য প্রযোজ্য ছিল)

প্রবক্তা - আইজেন হাওয়ার, ১৯৫৪

কোনো একটি রাষ্ট্রে যদি সমাজতন্ত্রীরা ক্ষমতাসীন হয়, তাহলে পাশের রাষ্ট্রটিও সমাজতন্ত্রীদের দখলে চলে যাবে।

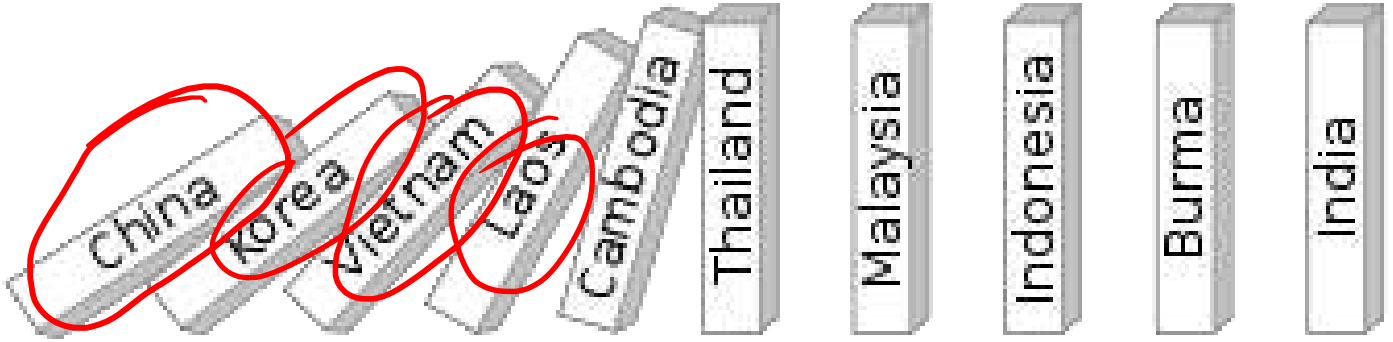

কিউবা

- সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয় – ১৯৫৯
- প্রেসিডেন্ট হন ফিদেল ক্যাস্ত্রো

ক্ষেপণাস্ত্র সংকট

অক্টোবর, ১৯৬২

তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান: মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি এবং সোভিয়েত সর্বোচ্চ নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ।

- ফিদেল ক্যাস্ট্রো কিউবাকে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র ঘোষণা করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে জোট গঠন করে। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিউবার সাম্যবাদী সরকারকে উৎখাত করার পরিকল্পনা করলে কিউবা সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য প্রার্থনা করে।

প্রেক্ষাপট: যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবায় মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে।

মার্কিন DEFCON 3 প্রতিরক্ষা লেভেলটি গুয়ান্তানামোবেতে সৈন্য জড়ো করতে থাকে। ফলে ভয়াবহ পরমাণু সংঘর্ষের আশঙ্কা তৈরি হয়।

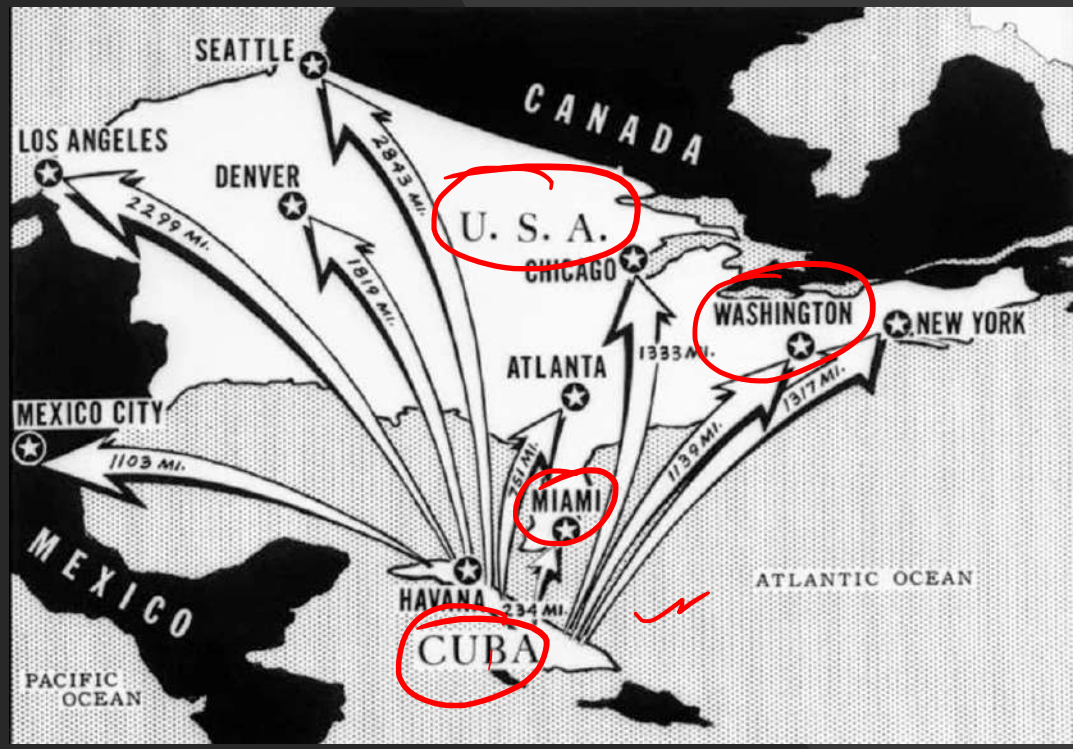

- যুক্তরাষ্ট্র ও কিউবা কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয় – ১৯৬১ সালে
- সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় – ২০১৫ সালে

গুয়ানতানামো বে

১৯০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র কে লিজ দেয় কিউবা।

ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য-

১২ টি

দাঁতাত (Détente)

স্নায়ু যুদ্ধকালীন সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে পদক্ষেপ সমূহ।

সময়কাল - ১৯৬২-১৯৭৯

হটলাইন

হোয়াট হাউস ও সোভিয়েত প্রেসিডেন্টের বাসভবন ক্রেমলিনের মধ্যে সরাসরি টেলিফোন আলাপ

গ্লাসনস্ত (সোভিয়েত খোলানীতি/Open Discussion)

- প্রবর্তক: সাবেক সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ
- সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণ নির্ভয়ে খোলাখুলিভাবে তাদের মতামতাদি প্রকাশ করতে পারবেন, পারবেন কমিউনিস্ট পার্টি ও রাষ্ট্রীয় নেতাদের কর্মকাণ্ডেরও সমালোচনা করতে পারবেন।

পেরেস্ত্রৈকা (উদারনৈতিক অর্থনৈতিক সংস্কার /Development Discussion)

- প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ

- সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণে সচেষ্ট হয়। এরই সূত্র ধরে মার্কসবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জিত হয়, লেনিনের রচনাবলি বিলুপ্ত হয়, বহুদলীয় গণতন্ত্র চালু হয়, ও বুর্জোয়া কালচারকে পুনরায় গ্রহণ করা হয়।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান

- ২ এপ্রিল, ১৯৮৯ The NewYork Times পত্রিকায় উল্লেখ করা হয় যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে কোল্ড ওয়ার এর অবসান ঘোষণা করেছে
- ৩ ডিসেম্বর মিখাইল গর্বাচেভ ও জর্জ বুশ Malta Conference এ যৌথ ঘোষণা দেন

Thank You